



কৃষকের  
প্রতিবাদ  
পরিপ্রমের  
ফসলের দাম না  
পেয়ে মহারাষ্ট্রে  
১.৫ একর  
পেঁয়াজ খেত  
পোড়ালেন কৃষক  
পৃষ্ঠা ৫

BANIBAHAK



কলকাতা সংস্করণ

জরুরী

অবতরণ

পাখির আধাতের  
জেরে কিউবায়  
জরুরী অবতরণ  
করতে বাধ্য হয়  
যুক্তরাষ্ট্রের একটি  
উড়োজাহাজ  
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৪৯ সংখ্যা □ ৭ মার্চ, ২০২৩ □ ২২ ফাল্গুন ১৪২৯ □ মঙ্গলবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 149 • 7 March, 2023 • Tuesday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

## ডিএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অদ্ভুত ঘোষণা

# আমার মাথা কাটলেও আর এক পয়সা দিতে পারব না

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি কর্মচারীরা যখন ডিএ-র দাবিতে ধর্মঘটের জন্য কোমর বাঁধছে, তখন সোমবার বিধানসভার বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় পট্টাপট্টি জানিয়ে দিলেন, আর ডিএ পাওয়া যাবে না। এদিন সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কত চাই? কত দিলে সন্তুষ্ট হবেন? দয়া করে আমার মুন্ডুটা কেটে নিন, তাহলে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন। এখানেই থামেননি মমতা। তিনি বলেন, আমাকে যদি পছন্দ না হয় তাহলে আমার মুন্ডুটা কেটে নিন। কিন্তু এর থেকে বেশি আমার থেকে আর পাবেন না। মুখ্যমন্ত্রীর এ হেন কথার প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর মুন্ডু কাটার জন্য আন্দোলন চলছে না। ন্যায্য অধিকারের দাবিতে আন্দোলন চলছে। মুখ্যমন্ত্রীকে মনে রাখতে হবে ২০১০ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগের বছর তিনি কি বলেছিলেন। যে মুখ দিয়ে উনি কথা বলেছিলেন, সেই কথা তো ওঁকে রাখতেই হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকারকে চলতে হচ্ছে। তারপরেও ৩ শতাংশ ডিএ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবরোধ নিয়েও এদিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনা টেনে বলেন, দেশের কোনও রাজ্য এখন অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন দেয় না। আমরা দিই। তাহলে কি পেনশন বন্ধ করে দেব? মুখ্যমন্ত্রী এই প্রশ্নও তোলেন, পেনশন না দিলে রাজ্য সরকারের হাতে অনেক অনেক টাকা থাকবে। সেক্ষেত্রে ডিএ দিতে পারব। ইতিমধ্যে রাজ্যের মন্ত্রী বিবি হাকিমও বলেছেন, সরকার তেলা মাথায় তেল দেবে না। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের না পোষালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রের চাকরিতে যোগ দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। যা সরকারি কর্মচারীদের

ক্ষোভের আগুনে যি ঢেলে দিয়েছিল। এদিন মমতা কার্ণত খোলাখুলিই বলে দিলেন, এর চেয়ে বেশি ডিএ তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এবারের বাজেটে আয় ব্যয়ের হিসাবে সাদা-কালোয় আর্থিক অবস্থার ছবিটা দেখিয়েছে রাজ্য সরকার। যেখানে উল্লেখ রয়েছে ৮৮ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের পরেও ৩০ হাজার ৯২৪ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করতে হচ্ছে। কারণ, পুরনো ঋণ ও তার উপর প্রদেয় সুদ বাবদ ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে ৭৩ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা শোধ করতে হবে। এর পর রাজ্য সরকারের পক্ষে কি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নই তুলছে রাজ্য সরকার। এই অতিরিক্ত তিন শতাংশ ডিএ দিতে রাজ্য সরকারের বছর ২ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে মমতা এদিন বলেছেন, এর চেয়ে বেশি তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়।

সোমবার শহিদ মিনারে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন মঞ্চে পৌঁছন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান। আন্দোলনকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার ডাক দেন। বাজেটের দিন ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। যদিও সরকারি কর্মচারীদের দাবি, ৩ শতাংশ ডিএ আসলে ভিক্ষার সমান। বক্সিয়া ডিএ দিতে হবে। প্রসঙ্গত, ডিএ মামলা সুপ্রিম কোর্টে রুলে রয়েছে। আগামী ১৫ মার্চ সেই মামলার শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে। তার আগে ১০ মার্চ ধর্মঘট ডেকেছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। যৌথমঞ্চের ৩৫টি সংগঠন রয়েছে এতে। তার আগে এদিন মুখ্যমন্ত্রী কার্ণত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সরকারের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে যতটা সম্ভব ততটা ডিএ দেওয়া হয়েছে।

## ৮ই সোমেন শহিদ দিবস

নীতীশ বিশ্বাস : ভারতে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের প্রথম সাহিত্যিক শহিদ সোমেন চন্দ। ১৯৪২ সালে ৮ মার্চ ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের ডাকে ফ্যাসিবিরোধী শান্তি মিছিলের নেতৃত্ব করার সময় তাকে হত্যা করা হয়। রাজনৈতিক আদর্শে বাংলায় তিনি সুকান্তের সাহিত্যিক সহোদর। বিশ্বপরিচয়ে তিনি রায়াল ফল্ড, ক্রিস্টোফার কর্ড অয়েল-এর মতোই আদর্শের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী এক বিপ্লবী সত্তা।

ঢাকায় আয়োজিত এই ফ্যাসিবিরোধী শান্তি সামাবেশে যোগ দিতে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন সোভিয়েত সুদূর সমিতির নেতা স্নেহাংশু আচার্য, বন্ধু মুখার্জী ও জ্যোতি বসু। সুপ্রাপুরে এই সমাবেশ স্থল দুপুরের মতোই আদর্শের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী এক বিপ্লবী সত্তা। ঢাকায় আয়োজিত এই ফ্যাসিবিরোধী শান্তি সামাবেশে যোগ দিতে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন সোভিয়েত সুদূর সমিতির নেতা স্নেহাংশু আচার্য, বন্ধু মুখার্জী ও জ্যোতি বসু। সুপ্রাপুরে এই সমাবেশ স্থল দুপুরের মতোই আদর্শের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী এক বিপ্লবী সত্তা।

## ত্রিপুরায় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ৯ মার্চ প্রতিবাদ মিছিল বামফ্রন্টের

স্টাফ রিপোর্টার : ত্রিপুরায় বিজেপি'র লাগাতার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাজ্য বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ৯ মার্চ প্রতিবাদ মিছিল, পথসভা ও প্রতিবাদ সভা করবে। বামফ্রন্টের বৈঠকের পর রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুর এই সিদ্ধান্তের কথা ভূরূপে ভবনে জানান সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি। তিনি বলেন, ৪ মার্চ সভা হয় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। ৫ মার্চ সিদ্ধান্তগুলি বিকৃতি আকারে আমাদের কাছে আসে। তাতে বলা হয় মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস বিপুল ভোটের মাধ্যমে জয়ী হয়েছে। রাজ্য বামফ্রন্ট এই জয় এলাকার বাম নেতা-কর্মী, জোটের নেতা-কর্মী ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী এবং আইএসএফ নেতা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে তৃণমূল সরকারের পুলিশ যেভাবে ফ্যাসিস্ট কায়দায় গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য বামফ্রন্ট তার তীব্র নিন্দা করছে। জেলখানাতে তাদের প্রতি ভালো আচরণ পর্যন্ত করা হয়নি।

শ্রী ব্যানার্জি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ক্রান্তির পঞ্চায়েত নির্বাচন যখনই ঘোষিত হোক, বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির পক্ষ থেকে সবসময় এলাকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া ১০ মার্চ সরকারি কর্মচারীরা যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন ডিএ প্রদান সহ বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে তাকে রাজ্য বামফ্রন্ট সর্বোত্তমভাবে সমর্থন করছে। পেঁয়াজ ও আলুচাষিরা বিভিন্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত। রাজ্য সরকারকে ফসলের ন্যায্য দাম সরকারি ব্যবস্থায় ক্রয় করার দাবিতে তীব্র আন্দোলন করতে হবে। ১০ মার্চ পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এদিন ধর্মঘট। তাই ১০ মার্চ ভোটার তালিকা সংগ্রহ করে বুথে স্ফুটানি করতে হবে।

## এটি কোনও দয়ার দান নয় : যুক্ত কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : ডিএ এবং পেনশন নিয়ে সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন সরকারি কর্মী আন্দোলনের থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যুক্ত কমিটি সোমবারই এর প্রতিবাদ করেছে। সংগঠনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক তাপস ত্রিপাঠি বলেছেন, আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারীদের মর্ষণভাটা দিতে না পারার প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কেবল তাই নয়, এই সঙ্গে কিছু আশঙ্কার কথাও বলেছেন।

যেমন ১। পেনশন বন্ধ করার কথা বলে তিনি ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন কয়েকলক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের। পেনশন কর্মচারীদের লড়াই এর মধ্য দিয়েই আদায়কৃত হয়েছে, এটা দয়ার দান নয়।

### ছুটি

আজ ৭ মার্চ মঙ্গলবার দোল উপলক্ষে এবং ৮ মার্চ বুধবার হোলি উপলক্ষে প্লেট সেকশন বন্ধ থাকবে। ফলে ৮ মার্চ বুধবার ও ৯ মার্চ বৃহস্পতিবার কালান্তর প্রকাশিত হবে না।

—প্রচার সচিব

২। টাকাতো আর আকাশ থেকে পরে না তাই তার মাথা কেটে ফেললেও ডিএ দিতে পারবেন না, অন্য রাজ্য পারলে তিনি কেন পারবেন না এ প্রশ্ন আমাদের আছে, এছাড়া ডিএ কর্মচারীদের অধিকার যা ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে তিনি কি কেবল ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্যই বলেছিলেন? তাছাড়া ডিএর টাকা আর লক্ষীর ভাভারের টাকার বিষয়টাই আলাদা। ডিএর টাকা আসে অন্য খাতে।

৩। বামফ্রন্ট সরকার নাকি ডিএ দিয়ে যাননি কথাটা সর্বের মিথ্যা। তারাই প্রথম রাজ্যে কেন্দ্রীয় হারে ডিএর দাবি মেনে নেন, সেই মত বছরে দুবার পাওয়া যেতো ডিএ, মাঝে, মাঝে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

@Santanu\_7980058265

## মাটিগাড়াতে ভয়ঙ্কর ঘটনা

# বালি তুলতে গিয়ে ধস চাপা পরে ৪ কিশোর নিহত

সংবাদদাতা : ৭ মার্চ দোল উৎসব, তারই আগের দিন মাটিগাড়ার অদূরে বালাসন নদীর ধারে বানিয়াপালি ত্রিপালি জোতে বসবাসকারী ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সী তিনটি ছেলে রোহিত সাহানি, মনু চৌহান, শ্যামল সাহানি ভোর রাতে গাড়িতে বালি পাথর তোলার কাজে যায়। বাড়িতে কোন কাজ নেই, রোজগার প্রায় বন্ধ। এইরকম একটা অবস্থায় দোলের দিন যাতে একটু আনন্দ করা যেতে পারে তার জন্য ভোর রাতে তারা বেরিয়েছিল বালাসন নদীর ধারে বালি পাথরের খাদানে গাড়িগুলোকে পাথর বালি তুলে দিয়ে কিছু রোজগার করার জন্য। আর সেই বালি খাদানের বালি তুলতে গিয়ে এমন অবস্থা যে কখন মাথার ওপরে পাথরের টাই ভেঙে পড়বে তা বোঝার আগেই মাটি ধসে তিনজনের অকাল মৃত্যু হল। পরে আরও ১ কিশোরের মৃত্যুর খবর আসে। তার মধ্যে রোহিত সাহানি এসেছিল দোল উৎসবে আনন্দ করতে বিহার থেকে তার দাদুর বাড়িতে। শ্যামল সাহানি স্থানীয় স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্র ছিল। তাদের পিতাদের ওইসব বালি পাথর তুলেই সংসার চালাতে হতো। দীর্ঘ কয়েক দিন যাবত বালি পাথরের খাদান থেকে বালি পাথর তোলা বন্ধ থাকার কারণে তাদের রোজগার প্রায় তলানিতে। গরিব মানুষ রোজগারের অন্য কোন পন্থা নেই, পঞ্চায়েত ফিরেও তাকায় না, ১০০ দিনের কাজ নেই, জব কার্ড ও নেই।

ভোর বেলা প্রাতঃকর্ম করতে আসা লোকজন সেই এলাকায় যাওয়ার পরে টের পায় এই দুর্ঘটনার কথা। তারপর খবরাখবর-প্রশাসনের, পুলিশের পক্ষ থেকে এসে ডেড বডিগুলো উদ্ধার করা হয়। পরিবারগুলি দোল উৎসবের আগে কালায় ভেঙে পড়ে। এমতাবস্থায় প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তি, এলাকার বিধায়ক, অথবা শহরের মেয়র পরিবারগুলোর কাছে গিয়ে কিছু প্রতিশ্রুতি, কিছু অর্থের কথা বলে আসেন। স্থানীয় মেডিকেল কলেজে পোস্টমর্টেমের পর মৃতদেহগুলো সংকালের উদ্দেশ্যে এলাকার মানুষের উদ্যোগে শ্মশানযাত্রা করে।

কিন্তু যে প্রশ্নগুলো উঠে আসছে— যে সময়ে সরকারি ফরমান জারি করা হয় তখন বালি পাথর খাদানে জেসিবি সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে বালি পাথর তুলতে তুলতে বালাসন নদীর নাব্যতা এমন অসমান জায়গায় চলে গেছে— যে কোনো দিন এমন কোনো বড় বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে, যে এলাকায় বসবাসকারী দুপাশের মানুষরা ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। সিভিকট

তোলাবাজির দুনিয়ায় আজ যা খুশি তাই চলছে। গোটা রাজ্য জুড়ে কোন কাজ নেই, গোটা দেশে ১০০ দিনের কাজের বরাত বন্ধ, গরিব মানুষের পেটে ভাত নেই এবং বাঁচার জন্য এইরকম একটা ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্কুলে পড়ার বয়সী কতগুলো ছেলে তারা এরকম বিপর্যয়ের সম্মুখে আজকে মৃত্যুর মুখে চলে গেল।

এই অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির, দার্জিলিং জেলা পরিষদ অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে প্রশাসনিক এই অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা অবিলম্বে শোধরানোর দাবি জানাচ্ছে। অবিলম্বে পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে গরিব মানুষের রোজগারের ব্যবস্থা না করলে এ ধরনের ঘটনা দিন প্রতিদিন বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। ঘটনার খবর পেয়েই পার্টির জেলা নেতৃত্ব পার্থ মৈত্র, সুব্রত রক্ষিত সহ এলাকায় পৌঁছে পরিবারের সাথে দেখা করেন, সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং প্রশাসনের কাছে যথোপযুক্ত বক্তব্য তুলে ধরবেন বলে পরিবারের মানুষের কাছে তারা জানান। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের এ বিষয়ে কোনো নজর নেই। রাজ্যের জলসম্পদ দপ্তর বা সেচ দফতরের কোনো দেখভাল নেই। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান পুলিশ সব জানে কিন্তু না দেখার ভান করে থাকে। সিপিআই দার্জিলিং জেলা পরিষদের পক্ষে অনিমেঘ ব্যানার্জি সরকারি নিষ্ক্রিয়তার তীব্র নিন্দা করেন।



মাটিগাড়ায় হতভাগ্য পরিবারগুলির মাঝে দার্জিলিং জেলার সিপিআই নেতৃত্ব। ফটো : নিজস্ব

## বিজেপিতে থাকলেই রাজা হরিশচন্দ্র : তেজস্বী

# বারবার বিরোধী নেতাদের বাড়িতে সিবিআই হানায় দেশ উত্তাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাটনা, ৬ মার্চ : প্রথমে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিনোদিয়াকে গ্রেপ্তার ও পরে তেজস্বী যাদবের মা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীর বাড়িতে সিবিআই হানার ঘটনায় দেশের বিরোধী দলগুলি একত্রে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছে। রাবড়ি দেবীর বাড়িতে সিবিআই গোয়েন্দারা হানা দেওয়ার ঘটনাক্রমে পরেই রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব সাংবাদিকদের কাছে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যখনই বিহারে মহাগাঁটবন্ধন সরকার গঠিত হল তখনই অনুমান করেছিলাম এবার আমাদের ওপর আক্রমণ শুরু হবে। যদি কোন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা বিজেপিতে যোগ দেন তখনই তিনি হয়ে যান রাজা হরিশচন্দ্র। তার নামে আর দুর্নীতির কথা শোনাই যায় না। মহারাষ্ট্রে শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ার বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে নেওয়া হল। তৃণমূল নেতা মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে সারদা কেলেকারিতে অনেক অভিযোগ ছিল, তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়ে

হয়ে গেলেন নিরাপরাধ। তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ উঠাও হয়ে গেল।

সিবিআই সূত্রে অবশ্য বলা হয়েছে, বিহারে কাজের বদলে জমি প্রকল্প নিয়ে তদন্তে তারা কিছুদিন আগেই রাবড়ি দেবীকে তলব করেন। উনি তখন বলেছিলেন সোমবার তার বাড়িতে শুনানি হতে পারে। অর্থাৎ তার সম্মতি নিয়েই আমরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যাই। এটা অপ্রত্যাশিত কোন অভিযান নয়।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরীওয়ালও এদিনের ঘটনার নিন্দা করে বলেন, এটা অত্যন্ত মর্যাদাহানিকর ঘটনা। দেশে গণতন্ত্র বলে আর কিছু থাকলো না। দেখা যাচ্ছে, কোন রাজ্যে অবিজেপি সরকার গঠিত হলেই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি তাদের নেতা ও মন্ত্রীদের উত্থাপন করছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্ম। আইনজীবী কপিল সিবাংল বলেন, লালু যাদবের শরীর ভাল নয়। ওনার বয়সও অনেক। এসব জেনেও সিবিআই তার বাড়িতে

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

□ কল সেন্টারের আড়ালে আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্র। পৃষ্ঠা : ২ □ আদানি কাণ্ডের তদন্তে গড়িমসি পৃষ্ঠা : ৫ □ পাকিস্তানে জোট সরকারে ভাঙনের সুরা পৃষ্ঠা : ৭



## মাটি কাটা নিয়ে চাকদহে গুলি, জখম ব্যবসায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : মাটি অভিযোগ এর পরই দুষ্কৃতীরা কাটাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে রিপন বিশ্বাসের অভিযোগ, ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে নদিয়ার চাকদা থানার দুবড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর পল্লভিলা এলাকায়। জখম ওই ব্যবসায়ী রিপন বিশ্বাসকে কল্যাণীর জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাকদহ-বনগাঁ রোডে রোজ মাটির গাড়ি যাতায়াত করে। ধুলো উড়তে থাকায় বাসিন্দাদের সমস্যা হয়। এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই ক্ষোভ বাড়ছিল স্থানীয়দের মধ্যে। রবিবার রাতে মাটির গাড়ি ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানান। সেই সময় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীরা সঙ্গে গন্ডগোল বাঁধে বাসিন্দাদের।

নামের বানান পরিবর্তন
আমি সীমা বিশ্বাস, স্বামী প্রয়াত অরুণ কুমার বিশ্বাস, বয়স ৪২, গৃহস্থলী, 100/69, পি. এন. মুখার্জি রোড, কুলীন পাড়া, খড়দহ, পোঃ বি. ডি. সোপান, থানা-খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-700116 বাস করি।
আমার কন্যার সঠিক নাম তনিশা বিশ্বাস (TANISHA BISWAS) পিতার নাম অরুণ কুমার বিশ্বাস (ARUN KUMAR BISWAS) কিন্তু জন্মের শংসাপত্রে ভুলবশতঃ TANISA BISWAS এবং পিতার নাম ARUN BISWAS হয়েছে। কোর্ট এফিডেবিট বলে আমার কন্যার নাম তনিশা বিশ্বাস (TANISHA BISWAS) পিতা (অরুণ কুমার বিশ্বাস) হইল। Tanisa Biswas D/o Arun Biswas এবং Tanisha Biswas D/o Arun Kumar Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

ত্রিপুরার নির্বাচন পরবর্তী বিরোধীদের উপর বিজেপি-আরএসএস-এর বন্ধাহীন হামলা, আক্রমণ ও সন্তাস বন্ধের দাবিতে এবং
পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল ও প্রশাসনের বিরোধী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ মিছিল <span> </span> :: ৯ মার্চ ২০২৩, বৃহস্পতিবার
*****
<b>কলকাতায় কেন্দ্রীয় মিছিল</b>
<b>ধর্মতলায় লেনিন মূর্তি থেকে শিয়ালদহ স্টেশন<span> </span>:: বিকাল ৪-৩০ মিনিট</b>
<b>রাজ্যের সর্বত্র এই প্রতিবাদ মিছিলে দলে দলে যোগ দিন</b>
—বামফ্রন্ট কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ

<b>আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে</b>
দ্য রাশিয়ান সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচার ইন কলকাতার উদ্যোগে ৯-১৬ মার্চ পর্যন্ত রাশিয়া এবং ভারতের মহিলা শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী শুরু হতে চলেছে। প্রদর্শনীর সূচনা হবে ৯ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.৩০ মিনিটে কলকাতার রাশিয়ান দূতাবাসের প্রদর্শনী সভাগৃহে।
এর মধ্যে থাকছে—
১৩ মার্চ <span> </span> : আলোচনা সভা
১৫ মার্চ <span> </span> : কাননদেবীর ওপর চলচিত্র প্রদর্শন
১৬ মার্চ <span> </span> : নাটক ‘অন্য তৃতীয়া’
সময় <span> </span> : সন্ধ্যা ৫.৩০

## শিলিগুড়িতে মৃত ৪ পর্যটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : পর্যটকদের গাড়িতে মালবাহী ছোট গাড়ির ধাক্কা। শিলিগুড়ির সাতমাইল এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হল চার পর্যটকের। কোনওমতে প্রাণে বাঁচলেন সিকিম থেকে আসা গাড়ির চালক। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

সোমবার সকালে সিকিমের নম্বর প্লেট লাগানো একটি গাড়ি শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেই গাড়িতে চারজন ছিলেন। উলটো দিক থেকে একটি মালবাহী গাড়ি শিলিগুড়ি থেকে রওনা হয়েছিল। সাতমাইল এলাকায় দু’টি গাড়ির ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনার জেরে গাড়ি দু’টি জঙ্গলে ছিটকে পড়ে। সেখানেই মৃত্যু হয় একজনের। বাকি তিনজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতেরা হলেন অরুণ ছেত্রী, বিকাশ গুপ্তা, সাগর তামাং এবং বিনোদ রাই। অরুণ ছেত্রী ঠিক কোন এলাকার বাসিন্দা, তা এখনও জানা যায়নি। তবে বাকিরা গ্যাংটকের বাসিন্দা বলেই খবর।

দুর্ঘটনায় কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন সিকিম থেকে আসা গাড়ির চালক। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। গাড়ি দু’টি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## উস্তির গুলিকাণ্ডে গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা : হুটুগঞ্জের ব্যবসায়ীকে গুলিকাণ্ডে ভোররাতে আহতকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার এসএসকে হাসপাতালে। এবার সেই ঘটনায় গ্রেফতার একজন। হুটুগঞ্জের শুট আউটের ঘটনায় গুলিবিরুদ্ধ ব্যবসায়ী নিখিল কুমার সাহার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডায়মন্ডহারবার সুপার মেশপালিটি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাকে কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলি ওই ব্যবসায়ির শরীরের লিভারের কাছে আটকে রয়েছে যা়র চিকিৎসা ডায়মন্ড হারবারে করা সম্ভব নয়। তাই তড়িঘড়ি আহত ব্যবসায়ীকে পুলিসি নিরাপত্তায় কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

অন্যদিকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগে প্রতিক্রিয়া দেন আহত ব্যবসায়ী নিখিল কুমার সাহা। ঘটনায় রেজাউল হক ওরফে ছোট মাটালের নামে অভিযোগ করেন তিনি।

ঘটনার মূল অভিযুক্ত রেজাউল হক ওরফে ছোট মাটাল হুটুগঞ্জ এলাকার দুষ্কৃতি বলেও জানা যায়। এলাকায় তোলাবাজি সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত রেজাউল হক ওরফে ছোট মাটাল। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রেজাউল হকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।



সোমবার বিসি রায়ে শিশু কোলে অপেক্ষমানা ম।

 ফটো : পূর্বাদি দাস

## বিসি রায়ে ফের দুই শিশুর মৃত্যু

**স্টাফ রিপোর্টার :** একের পর এক দুঃসংবাদ আসছে। বিসি রায় হাসপাতালে। ফের শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। জানা গেছে, সোমবার ভোরে হাসপাতালে দুই শিশুর মৃত্যু হয়। এক শিশুর নাম আরিয়ান খান। আনন্দপুর এলাকার বাসিন্দা আট মাসের বাচ্চাটা স্বর-সর্দি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল তার। আজ ভোরে মৃত্যু হয়। এই নিয়ে গত ১০ দিনে অন্তত ৪৩ জন শিশুর মৃত্যুর খবর শোনা গেল।

রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়, একজন মেটিয়াবুরুজ, আর এক জন মিনাখাঁর বাসিন্দা।

মেটিয়াবুরুজের শিশুটি গত রবিবার থেকে স্বর, শ্বাসকষ্ট-সহ একাধিক উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। অন্য জনও একই উপসর্গ নিয়ে গত সোমবার থেকে ভর্তি ছিল। দুই পরিবারের অভিযোগ, কী কারণে শিশুদের মৃত্যু হল, তা স্পষ্ট করে জানাননি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে তাদের দাবি অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত হয়েই শিশুদের মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুদের পরিজনদের একাংশের অভিযোগ, হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পর্যাপ্ত শয্যা নেই। তাই অনেক সঙ্কটাপন্ন শিশুকে বাধ্য হয়েই সাধারণ শয্যায় রেখে দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। মৃত দুপুরে।

## হাজার হাজার মানুষের দৃপ্ত মিছিলে

## পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক ও লেবার কমিশনে এআইকেএস ও এআইটিইউসি’র ডেপুটেশন

সংবাদদাতা : সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এআইকেএস ও এআইটিইউসি-র আহ্বানে কৃষকদের একশু দফা, শ্রমিকদের যোল দফা দাবিতে জেলা শাসক ও জেলা শ্রম কমিশনারের নিকট হাজার হাজার মানুষের অভিনায় ও ডেপুটেশন সংগঠিত হল। প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করে মানুষ নিম্নোক্তি হাইওয়ে এআইটিইউসি অফিস প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। এখানে প্রবীণ কৃষক নেতা নির্মল বরোর সভাপতিত্বে সভা সংগঠিত হয় বক্তব্য বলেন এআইটিইউসি-র রাজ্য সহ সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব ভট্ট, সিপিআই জেলা সম্পাদক সৌতম পন্ডা। দুজনই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষক ও শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলনের ডাক দেন। ডেপুটেশনের দাবিগুলি সম্পর্কে বলেন নবোনু ঘড়া ও মনতোষ সামন্ত। তারপরেই সুসজ্জিত দৃপ্ত মিছিল জেলা শাযক অফিসে যায়। সেখানে দাবিগুলি উত্থাপিত হয়। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বাসুদেব গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ কর, অভিনন্দন জানায় যুব নেতা গৌরঙ্গ কুইলা। দাবিগুলি হল : জেলাশাসকের নিকট নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষক মানডী বৃদ্ধি, কৃষি ঋণ মুকুব, বিড়ি শ্রমিকদের সরকারি মজুরী ও পি এফ, পেনশন দিতে

### কোনও দয়ার দান নয় : যুক্ত কর্মিটি

১ পৃষ্ঠার পর অবশাই বকেয়া কিছু থাকতো। ১১ সালের বাজেটে দুর্কিস্তি মহার্ঘ্যভাতার টাকার সংস্থান রেখে গেলেও নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার জন্য তা দিয়ে যেতে পারেননি, সরকারের পতনে। কিন্তু নতুন সরকার এসে সেই সব ভুলেই গেলেন।

৪। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারীদেরকে নন্দলাল বলে ব্রিঙ্গপ করলেন। এছাড়া যেউ যেউ করার কথাও আগেই মতেই তিনি আর একবার বলে ব্রিঙ্গপ করলেন। কদিন আগে আর এক মন্ত্রীও ওদ্বদ্য পূর্ণ কথা বলে কর্মচারীদেরকে ব্রিঙ্গপ করেছেন, এসব হচ্ছেটা কি? এ সকল কথা শুনে সরকারকেই আমাদের নন্দলাল বলতে ইচ্ছে করছে যেখানে একটা গান ছিল ও ভাইরে ভাই, মোর মত আর দেশপ্রেমিক নাই, আমি কি দিয়ে ভাত খাই, আর কোথায় কখন যাই, আর পচরা ঘা হলে আমি কি মলম লাগাই—।

৫। ডিএ দিতে না পারলেও আমি অনেক ছুটি দিই, মাননীয়া আপনার কাছে কে এত ছুটি চেয়েছে, আপনি নিজে আনন্দ করার জন্য পারলে যে্টু পুজোতেও ছুটি দিতে পারেন, বরং কোনো, কোনো অনুষ্ঠানের আগে, পরে একদিন ছুটি দিয়ে নিজে তো মানুষের কাছে হালকা হচ্ছেনই, কর্মচারীদেরকেও হালকা করছেন সর্বস্তরের কাছে।

৬। এখনও সময় আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি এসকল বক্তব্য এবং স্টিভা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনুন এবং ডিএ কর্মচারীদের অধিকার যা মহামান্য আদালত বলেছে তাকে মান্যতা দিন, অহেতুক ডিএ নিয়ে আর টালবাহানা করবেন না এবং কর্মচারীদের মর্যাদা রক্ষায় আপনার আসনের মর্যাদা রক্ষা করুন।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা অনেক মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়েছেন, অনেক অত্যাচারও সহ্য করেছেন এমনকি ৩১১।২ এর (গ) ধারাও মোকাবিলা করেছেন। কিন্তু ঠাট্টা, ব্রিঙ্গপ সহ্য করতে হয়নি। যা কিনা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আপনি করছেন। আপনার আসনকে আমরা সম্মান করি। কেবল আপনি মহিলা মুখামন্ত্রী বলেই না, আমরা সম্মান করি আসনকে। কাজেই কর্মচারীদেরকে অনেক অপমান করেছেন, আর নয়।

পশ্চিমবাংলার ঐতিহ্যসম্পন্ন কর্মচারী আন্দোলনের একটা ঐতিহ্য আছে, আমরা সেই ঐতিহ্য রক্ষায় আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবো এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শিশুদের মধ্যে এক জনের মৃত্যুর শংসাপত্রে মৃত্যুর কারণ হিসাবে অ্যাডেনোভাইরাল নিউমোনিয়া’র কথা উল্লেখ রয়েছে।

শনিবার রাতেই বিসি রায় হাসপাতালে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। ৬ মাসের শিশু গাইঘাটার বাসিন্দা। ১১ দিন ধরে স্বর নিয়ে সে ভর্তি ছিল বিসি রায় হাসপাতালে।

শনিবার সকালে বিসি রায়ে ৬ জন শিশু মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মিনাখাঁ এলাকার চার মাসের এক শিশুর মৃত্যুও হয় শনিবার। উত্তর ২৪ পরগনার দেগদ্বার বাসিন্দা এক শিশুর মৃত্যু হয় শনিবার দুপুরে।

## গুসকরায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১, আহত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা : যাত্রীবাহী বাসটি। ভোরবেলা রাস্তা ফাঁকা বাসের সঙ্গে পুলিশের গাড়ির সংঘর্ষ। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পুলিশের গাড়ি চালকের। আহত হয়েছেন একজন এএসআই ও আরও দুই পুলিশকর্মী। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রাম থানার ইলমবাজার গুসকরা রোডের বাগড়াই ব্রিজের কাছে। সূত্রের খবর, সোমবার ভোর পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশের গাড়িটি পেট্রলিয়ংয়ে বেরিয়েছিল, ব্রিজের নীচ থেকে উপরে উঠছিল সেটা। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসছিল একটি যাত্রীবাহী বাস। মোরবাঁধের দিক থেকে গুসকরার দিকে যাচ্ছিল

## কল সেন্টারের আড়ালে আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্র, গ্রেফতার ২

**স্টাফ রিপোর্টার :** নিউটাউনে কল সেন্টারের আড়ালে আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্র চালানোর অভিযোগ উঠল দুই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। হাওড়ার লিলুয়া থেকে অভিযুক্ত দুই ভাইকে গ্রেফতার করেছে নিউটাউন থানার পুলিশ। গ্রেফতার হয়েছে হাওড়ার লিলুয়ার দাসপাড়ার বাসিন্দা গৌরব ও সৌরভ সোনি। গতকাল লিলুয়ার কল সেন্টারের মালিক সোনি ভাইদের বাড়িতে দীক্ষক্ষণ পুলিশ তল্লাশি চালায় এবং তারপরেই তাদের দুজনকেই গ্রেফতার করে। কম্পিউটারের সফটওয়ার সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়ার টোপ দিয়ে ৯০ লক্ষ টাকা প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে। যার জেরে আত্মঘাতী হন এক মার্কিন নাগরিক। কল সেন্টারের আড়ালে আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্র চালানোর অভিযোগ রয়েছে তাদের নামে। লিলুয়ার দাসপাড়ার বাসিন্দা গৌরব ও সৌরভ সোনির প্রাসাদসম বাড়ি ছাড়াও রয়েছে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল দামি গাড়ি। স্থানীয়দের দাবি, সাধারণ অবস্থা থেকে গত কয়েকবছরে দ্রুত জীবনযাত্রা বদলেছে সোনি ভাইদের। বেড়েছে সম্পত্তির পরিমানও। পুলিশ সূত্রে খবর, নিউটাউনে কল সেন্টার খুলে বিদেশিদের প্রতারণা শুরু করে অভিযুক্তরা। সম্প্রতি ওই কল সেন্টারে অভিযান চালিয়ে ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার

### বেলুড়ে পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : পাড়ার ভেতরে ঢাকা নর্দমা। একটা স্ল্যাব একটু ভাঙা ছিল। সেখান থেকে দুটো পায়ের পাতার মতো কী যেন বেরিয়ে আছে দেখতে পান এলাকাবাসীরা। কাছে যেতেই দেখেন ভয়ঙ্কর দৃশ্য। সে দুটো মানুষেরই পা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুরসভায়। স্ল্যাব সরিয়ে দেখা যায় পচাগলা দেহ পড়ে রয়েছে নর্দমার ভেতরে। এই ঘটনা ঘটেছে বেলুড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, নর্দমার ওপর ভারী সিমেন্টের স্ল্যাব বসানো ছিল। তারই ফাঁক দিয়ে দুটো পা বেরিয়ে ছিল। স্থানীয়রা পুরসভায় খবর দিতেই লোকজন এসে সিমেন্টের স্ল্যাব সরিয়ে দেহ উদ্ধার করেন। ঘটনা দেখে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। এলাকাবাসীরাই খবর দেন পুলিশে। বেলুড় থানার পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পুলিশের অনুমান, দেহটি দুই থেকে তিন দিন ধরে পড়েছিল। পচন ধরেছিল দেখে। পাখরের তলায় চাপা থাকায় গন্ধ বেরোয়নি। আজ সকালে পুরসভার মেথররা নর্দমা পরিষ্কার করছিল। তখনই বেরিয়ে আসে দেহের কিছুটা অংশ। দেহটি কীভাবে সেখানে এল, কেউ বা কারা খুন করে দেহ ফেলে দিয়ে গিয়েছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মনে করা হচ্ছে, খুন করে দেহ লোপাটের জন্য নর্দমায় ফেলা হয়েছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

### এপ্রিলে নদীতলদেশ থেকে মেট্রো

**স্টাফ রিপোর্টার :** পরিকল্পনা ছিলই। এপ্রিলেই এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত গঙ্গার নিচ দিয়ে মেট্রোর অস্থায়ী ট্রাকে শুরু হচ্ছে ট্রায়াল রান। দুটি রেক আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হবে। মেট্রো সূত্রে খবর তেমনই। মেট্রো পথে জুড়তায় শহর। কলকাতায় একাধিক রুটে কাজ চাচ্ছে জোরকদমে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পে প্রথমে পরিষেবা চালু হয় সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগান পর্যন্ত। এখন শিয়ালদহ পর্যন্ত মেট্রো চলেছে। এই প্রকল্পেই জুড়বে এসপ্লানেড ও হাওড়া ময়দান। কীভাবে? গঙ্গার নিচে তৈরি করা হচ্ছে মেট্রো করিডোর। শুধু তাই নয়, এবছরের ডিসেম্বরের মধ্যে পরিষেবা চালুর কথাও জানিয়েছিলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা। এদিকে মেট্রোর কাজ করতে গিয়ে বউবাজারে বিপর্যয় ঘটেছে একাধিকবার। অবশেষে ওই এলাকায় টানেল কংক্রিট বেস স্ল্যাব তৈরির কাজ শেষ হল।



# আজকের দুনিয়া

## যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র দিলে গণতন্ত্র’, ‘ইরান ড্রোন দিলে কেন তা সন্ত্রাস’?

গ্রেগরি শুপাক

টরন্টোর গুয়েলফ–হাস্পার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিষয়ের শিক্ষক। তাঁর দ্য রং স্টোরি : প্যালেস্টাইন, ইসরায়েল অ্যান্ড মিডিয়া শিরোনামের একটি বই রয়েছে

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ইরানের ড্রোন ব্যবহার করার যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো খুব খেপেছে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলোই নিয়মিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র রপ্তানিকে মহৎ কাজ হিসেবে দেখিয়ে যাচ্ছে।

ফোর্বস ম্যাগাজিনে সাংবাদিক পল ইডোন ইরানকে রাশিয়ার ‘আগ্রাসী লালসার সহচর’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফরেন পলিসি সাময়িকীতে এলি জেরানমায়ে ও সিনজিয়া বিয়ানকো লিখেছেন, ‘ইউক্রেনে ইরানের অস্ত্র যাওয়া ঠেকানো এবং ইরানের অভ্যন্তরের নাগরিকদের দৈনন্দিন খরচ বৃদ্ধি কীভাবে করা যায়, তার উপায় আমেরিকা ও ইউরোপের খুঁজে বের করা উচিত।’

ওই একই সাময়িকীতে জন হার্ডি ও বেনহাম বেন ট্যালেবলু লিখেছেন, ইরানের শাহেদ–১৩৬ ড্রোন ইউক্রেনে রাশিয়ার ‘সন্ত্রাসের বিস্তারে’ সহায়তা করছে এবং এ ধরনের সামরিক সংগ্ৰাম রপ্তানি পশ্চিমীদের বিরুদ্ধে ইরানের আক্রমণের শামিল। এ বিষয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট তাদের সম্পাদকীয়তে বলেছে, এই ড্রোন রপ্তানি করে ইরান সমস্যা সৃষ্টি করছে’ এবং ‘রাশিয়ার ইউক্রেন ধ্বংস সহায়তা’ করছে।

অন্যদিকে মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো গত সপ্তাহেও আমেরিকার অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানির ভূয়সী প্রশংসা করেছে। সাংবাদিক পিটার বারজেন সিএনএন টেলিভিশনে সম্প্রতি বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিন্কেন ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে এবং ইউক্রেনকে হিয়ার্স মিসাইল ও এমওয়ান ট্যাংকসহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করে সত্যিকারের নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

## ইউক্রেন যুদ্ধ ঃ নিষেধাজ্ঞার এক বছরে রাশিয়া কতটা কাবু

সের্গেই আলেকসান্দ্রো

রাশিয়ার সাবেক উপ অর্থমন্ত্রী



২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ শুরু করার পর পশ্চিম দেশগুলো রাশিয়ার ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছিল। এটি রুশ অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে এরপরও দেশটি যে ধরনের অর্থনৈতিক ধসের মুখে পড়বে বলে ধারণা করা হয়েছিল, তেমনটা ঘটেনি। এ কারণেই রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন এ বছরের শুরুতেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, ২০২২ সাল আমাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করার বছর ছিল। তবে আমরা সব বাধা সফলতার সঙ্গে উত্তরাতে সক্ষম হয়েছি।

প্রকৃতপক্ষেই পশ্চিমের

নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার অর্থনীতিকে এতটা খর্ব করতে পারেনি যে ক্রেমলিন ইউক্রেনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেবে। ২০২২ সালের ঘটনাপ্রবাহ আমাদের নিশ্চিত করেছে, অর্থনৈতিক অস্থিরতার মুখে পড়লেও ক্রেমলিন তার রাজনৈতিক প্রভাবকে অটুট রাখতে পেরেছে। এত নিষেধাজ্ঞার পরও রাশিয়ার অর্থনীতির টিকে থাকার ক্ষমতার পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বৃত্তে দেশটির দৃঢ় অবস্থান। বিশেষ করে প্রযুক্তিনির্ভর শৃঙ্খলের প্রাথমিক পর্যায়ে যে প্রাকৃতিক শিল্পপণ্য অপরিহার্য, তার অন্যতম সরবরাহকারী দেশ হলো রাশিয়া। এটিই তার বড় শক্তি হিসেবে কাজ করছে। যেহেতু জ্বালানি ও খাদ্যশস্যের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানো ছাড়া বৈশ্বিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়, সে কারণে বিশ্ববাজারে রাশিয়ার কাঁচামালের চাহিদা এখনো অটুট রয়েছে। এটিই রাশিয়াকে আরোপিত অবরোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সহায়তা করেছে।

২০২১ সালে বিশ্ববাজারে মোট সরবরাহকৃত তেলের ১৭.৫ শতাংশ, প্যালাদিয়ামের ৪৭ শতাংশ, নিকেলের ১৬.৭ শতাংশ, অ্যালুমিনিয়ামের ১৩ শতাংশ এবং পটাশ সারের ২৫ শতাংশ রাশিয়া সরবরাহ করেছে। ধারণা করা হয়, একমাত্র বছরের পর বছর ধরে মন্দা ও মূল্যস্ফীতি যদি চলে, তাহলেই বিশ্ব অর্থনীতি রাশিয়ার কাঁচামাল আমদানি করা থেকে বিরত থাকতে পারে। কিন্তু সে ধরনের মূল্য দেওয়ার বিষয়ে পশ্চিমী রাজনীতিকদের আগ্রহ নেই। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববাজারে রাশিয়ার অ্যালুমিনিয়ামের প্রবেশ বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল আর তাতেই সে বছর অ্যালুমিনিয়ামের দর ২০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। চাপে পড়ে পরে হোয়াইট হাউসকে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হয়েছিল।

অনেকটা সে কারণে ২০২২ সালে পশ্চিমীরা রাশিয়ার অ্যালুমিনিয়ামের ওপর নিষেধাজ্ঞা না দিয়ে ইস্পাত, কসালা, প্রক্রিয়াজাত কাঠের মতো এমন

সব পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, যেগুলোর ওপর পশ্চিমারা শতভাগ নির্ভরশীল নয়। কিন্তু এসব কাঁচামাল রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি কাঁচামাল নয়। ২০২১ সালে রাশিয়া এসব পণ্যের সম্মিলিত রপ্তানির অর্থের পরিমাণ ছিল তার মোট রপ্তানির মাত্র ১১.৭ শতাংশ। ফলে এসব পণ্য ইউরোপে রপ্তানি করতে না পারায় রাশিয়ার অর্থনীতি বিশেষ কোনো চাপে পড়েনি। কিন্তু ইউরোপের অনেক দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান রাশিয়ার এসব কাঁচামালের অভাবে বেকায়দায় পড়েছে।

রাশিয়ার তেলশিল্প–সংক্রান্ত ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞা যতটা না রাশিয়ার তেল উৎপাদন ঠেকানোকে নিশানা করেছে, তার চেয়ে তারা তেলের বিক্রয়ক্লর রাজস্ব কমানোর দিকে বেশি নজর দিয়েছে। উপাদনে বাধা না পাওয়ায় রাশিয়ার তেল উপাদন আগের চেয়ে বেড়েছে। ২০২২ সালে তাদের তেল উৎপাদন ২ শতাংশ বেড়েছে। রাশিয়া থেকে পরিশোধিত তেল আমদানির

নিষেধাজ্ঞা ইউইউ কার্যকর করলেও এটি রাশিয়ার অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, এমন কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত রাশিয়া গ্যাসোলিন ও ডিজেল উৎপাদন ৭ শতাংশ বাড়িয়েছে।

তবে ইউরোপে গ্যাস রপ্তানির ওপর ইউরোপ নিষেধাজ্ঞা না দিলেও পুতিনের ঠান্ডায় জমিয়ে দাও ও শত্রুদের বিভক্ত করে নীতির অংশ হিসেবে রাশিয়া গ্যাসের উপাদন ১৮–২০ শতাংশ কমিয়ে ফেলেছে। অবস্থার বদল না হলে চলতি বছর আরও ৭–৮ শতাংশ গ্যাস উত্তোলন কমে যাবে। এতে গোটা ইউরোপে গ্যাসের দাম অনেক বেড়ে গেছে।

রাশিয়ার ওপর যেসব আর্থিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা তাদের অর্থনীতিতে বা ধরনের প্রভাব ফেলেছে। রাশিয়ার ক্ষেত্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অর্থ জব্দ করা, লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা ও বিশ্ব পুঁজিবাজারে নিষেধাজ্ঞা ক্রেমলিনকে চিন্তায় ফেলেছে। তবে তাতে রাশিয়া দিশাহারা হয়নি।

## যশোরে উদীচী হামলার দুই যুগেও বিচার হল না

অমিত রঞ্জন দে

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী

প্রতি বছর উদীচী ৬ মার্চ এই হামলার শহীদদের স্মরণ এবং হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে আসছে। কিন্তু বিচারহীনতার অপসংস্কৃতির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বিচারের বাণী নিভুতে কাঁদে। ছবি : সংগৃহীত

১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন। এ দিন যশোর টাউন হল ময়দানে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর দ্বাদশ সম্মেলন শেষে অনুষ্ঠান পর্ব চলছিল। হাজারো দর্শক–শ্রোতা বিমোহিত সেই অনুষ্ঠানে। হঠাৎ রাত ১২টা ৫০ মিনিটে বিকট এক শব্দে অনুষ্ঠান লন্ডভন্ড। আকস্মিক এক হামলায় সবাই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

এ হামলা কতখানি নৃশংস ছিল, তা এখনো যশোরবাসীর হৃদয়ে গাঁথা আছে। পরদিন সকালে যশোরের ফুল বিক্রেতারা বলেছিল, এ শহরে ফুল বিক্রি করতে আমাদের ঘুণা হয়’। সেদিনের সেই বোমা হামলায় সন্ধ্যারাগী ঘোষ, যশোর জেলা উদীচীর কর্মী শেখ নাজমুল হুদা তপন, স্বর্ণশিল্পী বাবুল সুত্রধর, উদীচী কুষ্টিয়া জেলা সংসদের কর্মী রামকৃষ্ণ রায়, পাম্প মিস্ত্রি ইলিয়াস মোল্লা, শ্রমিক নুরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া লালন একাডেমির শিল্পী শাহআলম, কুষ্টিয়া উদীচীর কর্মী রতন কুমার বিশ্বাস, শাহআলম মিলন, সৈয়দ বলু–এই দশ জন শিল্পীকর্মী ও দর্শক–শ্রোতা নিহত হন, আহত হন আরো দুই শতাধিক। আহতদের অনেকেই অসহনীয় যন্ত্রণা নিয়ে এখনো সংকটাপন্ন জীবনযাপন করছেন। অথচ ৬ মার্চ মধ্যরাতে যে বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, তার বিচারের বাণী আজও নীরবে কাঁদে।

২০০৬ সালের মে মাসে আদালতের রায়ে আসামিরা যখন বেকসুর খালাস পেয়ে যায় তখন সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। যেন মনে হলো সেই রাতে সেখানে কিছুই ঘটেনি। বর্তমান সরকার ২০০৮ সালে পুনরায় ক্ষমতায় এসে এ বিষয়ে আপিল করার আশ্বাস প্রদান করলে এবং ২০১৩ সালে উদীচীকে একুশে পদক’ প্রদান অনুষ্ঠানে উদীচীর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রবীর সরদারকে প্রধানমন্ত্রীর এই মামলার পুনঃতদন্তের আশ্বাসে আশান্বিত হয়েছিলেন। এক দশক পেরিয়ে গেলেও তার কোনো অগ্রগতি নেই।

প্রতি বছর উদীচী ৬ মার্চ এই হামলার শহিদদের স্মরণ এবং হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে আসছে। কিন্তু বিচারহীনতার অপসংস্কৃতির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বিচারের বাণী নিভুতে কাঁদে। অথচ উদীচীর ওপর এ বোমা হামলা গোটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওপরেই এক চরম আঘাত। প্রথম দিকে সবাই প্রতিবাদ–প্রতিরোধ, বিক্ষোভ প্রদর্শনে উদীচীর সাধী হলেও ক্রমাধ্বয়ে তা উদীচী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শোক আর ক্রন্দনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কর্মরত নেতৃবৃন্দের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাঁরা অতিমাত্রায় দলীয় আনুগত্যের



উদীচী হত্যার শহিদদের স্মরণে।

—ফাইল চিত্র

কাছে আত্মসমর্পণ করে আছেন। আর চলছে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আনুগত্য লাভের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। দুই যুগেও সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ার দায় কি রাষ্ট্র কোনোভাবে এড়াতে পারে? প্রশ্ন হলো, আহত–নিহতের স্বজনেরা কি কেবলই কান্নার অনুরণন শুনতে থাকবে আর ক্রমাধ্বয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হবে? আমরা তা হতে দিতে পারি না, আমরা হতাশ হতে চাই না। কারণ প্রতিবাদী সূর্যটা আজও আলোক ছড়ায়। সেই আলোর বিচ্ছুরণে কেটে যাবে অন্ধকার। আমরাও সক্ষম হবো ছিনিয়ে আনতে এক রক্তিম সকাল।

এ প্রসঙ্গে উদীচীর শিল্পী, সংগঠক সুকান্তর সঙ্গে কথা হয়। সুকান্ত খুব ভালো গিটার বাজানো সেদিনের বোমা হামলায় সুকান্ত গিটারের তারে সুর যোজনার সক্ষমতা হারিয়েছে। তার মধ্যে এক চরম হতাশা আর ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়েছে। সে বলেছে, দীর্ঘ দুই যুগ পার হয়ে যাওয়ার পরও উদীচী হত্যাকাণ্ডের মতো এমন জঘন্য, বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের যখন কোনো কুলকিনারাই এদেশের প্রশাসন করতে পারেনি, তখন আমি আর এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে সবার হাসির খোরাক হতে চাই না।

কথা বলেছিলাম সেই নৃশংস বোমা হামলায় দুই পা হারানো নাহিদের সঙ্গে। এক বেদনার্ত হাহাকার শোনা গেল নাহিদের কণ্ঠে, দুই পায়ে মাঝে মাঝেই ঘা হত। ঠিকমতো হাঁটতে পারি না। কাজকর্মও এখন তেমন কিছু করতে পারি না। বউবাচ্চা নিয়ে খুব কষ্টে আছি ভাই। মাঝে মাঝে মনে হয় আত্মহত্যা করি। খুনিদের গেলেও তার কোনো অগ্রগতি নেই।

নিহত তপনের ভাই শুধু একটি কথাই বললেন, ‘আমরা ভাইকে যারা হত্যা করেছে, তাদের ফাঁসি চাই।’ আহত মনু জানানেন, এখনো পেটের মধ্যে ব্যাথা করে। ঠিকমতো খেতে পারি না, কাজ করতে পারি না। তবু যদি এই নরপশুদের বিচার না হয়, তাহলে মরেও শান্তি পাব না।’

হরেন গোসাঁই, যিনি এই নৃশংস হামলায় দুটি পা হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু একুও তেওে পানেনি, বরং এরপরে ঢাকায় উদীচীর একটি অনুষ্ঠানে এসে হত্যাকারী নরপিশাচদের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে দরাজ কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন, যদি পা দু’খান ফিরে পেতাম, তাইলে নাইচা

দেখাইতাম।’ সেই হরেন গোসাঁইয়ের কণ্ঠেও আজ হতাশার সুর, এখন বয়স হয়ে গেছে, শরীরে আর আগের মতো জোর পাইনে। আয়–রোজগারও তেমন নেই। খুব কষ্টে আছি। সরকার যদি একটা ব্যবস্থা করত।’

সে সময়কার পিপি, রাজনৈতিক কর্মী আবুল হোসেন বলেন, এই মামলাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করায় গোড়াতেই এর যৌক্তিকতা নষ্ট হয়েছে। যেসব সরকারি সংস্থা তদন্তের দায়িত্বে ছিল, তারাও গুরুত্বসহকারে কাজটি না করার কারণে আজ মামলাটির এরূপ দশা।

উদীচী যশোর জেলা সংসদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সভাপতি ডি এম শাহীদুজ্জামান আজ বেঁচে নেই। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে মানুষের ধারণার পার্থক্য রয়েছে। আসামিও করা হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। চাকুস দেখেছে এমন কোনো সাক্ষীও নেই। আবার তদ্বাবধায়ক সরকারের সময় মুফতি হালান অন্য একটি মামলার জবাবদি দিতে গিয়ে এ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করলেও ঘটনার সত্যতা উদঘাটনে সক্ষম হয়নি রাষ্ট্রে দায়িত্বশীল পক্ষসমূহ।

সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষকে জাগিয়ে তোলা, সচেতন করার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। তাই সংস্কৃতির শক্তিকে ধ্বংস করতে ধর্মোদ্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী আঘাত হেনেছে সংস্কৃতির সেবক উদীচীর উপর। বিষয়টি পরিস্কার। আমরা কোনো কোনো সময় আমাদের শত্রুদের নিনতে ভুল করলেও তারা কখনো ভুল করে না। তারা ঠিকই তাদের শত্রুদের চিনে নেয়। উদীচীর উপর হামলার পর তারা আঘাত হেনেছে সিপিবি, আওয়ামীলীগের সমাবেশে, ছায়ানটের বর্ষবরণ, সিনেমা হল, যাত্রা প্যাভেলসহ দেশের প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের উপরে। দুই যুগেও সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ার দায় কি রাষ্ট্র কোনোভাবে এড়াতে পারে? প্রশ্ন হলো, আহত–নিহতের স্বজনেরা কি কেবলই কান্নার অনুরণন শুনতে থাকবে আর ক্রমাধ্বয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হবে? আমরা তা হতে দিতে পারি না, আমরা হতাশ হতে চাই না। কারণ প্রতিবাদী সূর্যটা আজও আলোক ছড়ায়। সেই আলোর বিচ্ছুরণে কেটে যাবে অন্ধকার। আমরাও সক্ষম হবো ছিনিয়ে আনতে এক রক্তিম সকাল।

কালান্তর
সম্পাদকীয়
৫৬ বর্ষ ১৪৯ সংখ্যা <span> </span> □ <span> </span> ২২ ফাল্গুন ১৪২৯ <span> </span> □ <span> </span> মঙ্গলবার

## কারা মদত পাচ্ছে!

অতি সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় উচ্চ ধনীদের সামাজিক কাজে অবদান কমেছে। যদিও এই সময়ে তাদের সম্পদ বেড়েছে অনেক গুণ। প্রতিবেদনটি দেখাচ্ছে অতি উচ্চ ধনীদের ক্রমসম্বিত সম্পদের বৃদ্ধির হার ছিল ৯ শতাংশ, অথচ তাদের সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান ২০২২’র মার্চ মাসে শেষ হওয়া আর্থিক বছরে তার আগের বছরের তুলনায় ৫ শতাংশ কমেছে। এই হিসেবে যদিও আজিম প্রেমজি’র সংস্থাকে বাদ রাখা রয়েছে। দেখা যাচ্ছে দেশের অতি উচ্চ ধনীরা যাদের প্রকৃত সম্পদ ১০০০ কোটি টাকার বেশি তারা ২০২১-এর অর্থবর্ষে সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য প্রদান করেছিলেন ৪,০৪১ কোটি টাকা তা ২০২২ অর্থবর্ষে কমে এসেছে ৩,৮৪৩ কোটি টাকায়। এই হিসাব দিয়েছে ‘ভারতীয় মানবপ্রীতি সংস্থা’। এই ভারতীয় মানবপ্রীতি সংস্থা এও দেখিয়েছে যে এই সময়ে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ফান্ডে প্রদান অবশ্য বেড়েছে। এর কারণ হিসেবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে — গত তিন বছরে প্রতিটি কর্পোরেটকে গড় মুনাফার অন্তত ২ শতাংশ হারে প্রদান করতে হবে এবং তা বাধ্যতামূলক। তাই সেক্ষেত্রে কর্পোরেটগুলির অবদান বেড়েছে।

এই প্রতিবেদন আরও বলছে ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যায় জিডিপি’র সাপেক্ষে ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের শেষে ছিল ৯.৬ শতাংশ এবং এর ৯৫ শতাংশই করেছে হয় কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারগুলি। তাই এই প্রতিবেদনে ভারতের অতি উচ্চ ধনীদের সামাজিক কাজে বেশি বেশি অবদানের আবেদন জানিয়েছে।

এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে এই সময়ে বৈদেশিক সাহায্যও তিন শতাংশ কমে ১৫,০০০ কোটিতে নেমে এসেছে। এই প্রতিবেদন আরও দেখাচ্ছে যে — বর্তমান অতি উচ্চ ধনী সম্প্রদায় এবং পুরনো ধনীরাও তাদের অবদানের ক্ষেত্র পাল্টে ফেলেছে। পুরনো ধনীরা যেখানে আগে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অনুদান দিতেন তারাও আজ আর এই দুটি ক্ষেত্রে তাদের অবদান বাড়়াচ্ছে না। সমীক্ষার ৯০ শতাংশ সদস্যই এখন জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গ বৈষম্য ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে চাইছে।

এই সব দেখে শুনে নিতি আয়োগ বলছে— সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যদি অন্তত জিডিপি’র ১৩ শতাংশ না করা যায় তবে ২০৩০-এর মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দেওয়া ভারতের জাতীয় স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণ করা যাবে না। তাই প্রশ্ন উঠছে, বর্তমান সরকার কাদের মদত দিয়ে চলেছেন, যারা দেশকে দিতে কুণ্ঠিত! সরকার বাধ্য করুন কর্পোরেটদের মুনাফার একটি বড় অংশকে দেশের মানুষের জন্য ব্যয় করতে।

# ১০ই সরকারি কর্মচারী ধর্মঘট কেন

সুরত মামা

কার্যকরী সভাপতি, পংবঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যুক্ত কমিটি

রাজ্য কোবাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে বকেয়াসহ কেন্দ্রীয়হারে মহার্বভাতা প্রদান, স্বচ্ছতার সঙ্গে শূন্যপদে নিয়োগ ও অস্থায়ী কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দাবিতে আগামী ১০ মার্চ ২০২৩ সারা রাজ্যজুড়ে সরকারি কর্মস্থলে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মঘটে সারা রাজ্যের সমস্ত স্তরের সরকারি কর্মচারীসহ শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী, বোর্ড-কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত-পৌরসভা, রাজ্য অধিকৃত সংস্থার কর্মীসহ সমস্ত চুক্তিভিত্তিক ও অনিয়মিত কর্মচারীরা এই ধর্মঘটে অংশ নেবেন। ইতিমধ্যেই West Bengal Service (Duties, Rights & obligation of the Govt. Employees) Rules 1980 ৪নং ধারার ২নং উপধারা অনুযায়ী ধর্মঘটের জন্য নির্ধারিত দিনের ১৪ দিন আগে অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যসচিবকে ধর্মঘটের নোটিস প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য সংগঠনের ন্যায় যৌথমঞ্চের অন্যতম সংগঠন পংবঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যুক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস ত্রিপাঠি মুখ্যসচিবকে উক্ত নোটিস প্রদান করেছেন।

**কেন এই ধর্মঘট?**

বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি কর্মীরা বঞ্চিত। পূর্বের নোপার বকেয়া মহার্বভাতা ছাড়াই বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মহার্বভাতার ফারাক ৩৫ শতাংশ। মহার্বভাতার দাবি নিয়ে বার বার যুক্ত কমিটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হলেও কোনও ক্ষেত্রেই সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়নি। উপরন্তু মহার্বভাতার ন্যায় অর্জিত অধিকারকেও উপেক্ষা ও অস্বীকার করার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বক্ষেত্রে রাজ্য বাজেট পেশের দিন যে ভঙ্গিমা় ও যে পরিমাণ মহার্বভাতা ঘোষণা করা হয়েছে, তা যথেষ্ট অবমাননাকর। অথচ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ২০১০ সালে বিরোধী দলনেত্রী থাকাকালীন দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন ‘যে সরকার তার কর্মচারীদের ডিএ দিতে পারে না, সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও অধিকার নেই।’ আবার এই মুখ্যমন্ত্রী তার নিজের রাজ্যের কর্মচারীদের ডিএ দিতে পারছে না, ত্রিপুরায় নির্বাচনী প্রচারে বছরে ২ বার ডিএ দেবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কি অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি এই সরকারের! কোর্টে মিথ্যা হলফনামায় বলছে কর্মচারীদের ডিএ বাকি নেই। আবার মুখ্যমন্ত্রী অতি সম্প্রতি শিলিগুড়ির জনসভায় বলেছেন, বছরে ২ বার ডিএ দিই। শুধুই মিথ্যাচার। সরকার আদালতের রায়কে অমান্য করছে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গত ২০ মে ২০২২ তিন মাসের মধ্যে সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেবার নির্দেশ দেয়। স্যাট হাইকোর্টের সিদল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চ নিয়ে মোট ছয় বার ডিএ মামলায় রাজ্য সরকার হারলেও কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া আটকাতে কোটি কোটি টাকা সুপ্রিম কোর্টে খরচ করছে এই সরকার। খেলা, মেলা, উৎসব, কানিভাল, ক্লাবকে অনুদান, গঙ্গা-আরতি, প্রশাসনিক সভার নামে দলীয় সভা ইত্যাদিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও কর্মচারীদের হকের টাকা দেবার কথা হলে রাজ্যের আর্থিক সঙ্কটের কথা বলা হয়। বঞ্চনার প্রশ্নে কর্মচারীদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। কারণ ডিএ কোনও দয়ার দান নয়, আমাদের ন্যায় অধিকার।

**শুধুই কি ডিএ?**

রাজ্যে ৫ লক্ষ সরকারি স্থায়ীপদে কর্মী নেই। প্রতিদিন স্থায়ী পদের অবলুপ্তি ঘটেছে। ১ লক্ষ ১৩ হাজার শিক্ষকের পদ খালি। গ্রুপ ডি পদেই খালি ১ লক্ষ ৬৮ হাজার, পঞ্চায়েতস্তরে শূন্যপদ ৫৩ হাজার, পৌরসভা-কর্পোরেশনে শূন্যপদ ৬৮ হাজার। সর্বত্র ন্যূনতম বেতনে (১০০০-১৫০০ টাকা) চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। স্বল্পমূল্যে মেধা কেনা হচ্ছে। সমকাজে সমবেতনের সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। তাই আমরা সর্বত্র স্বচ্ছতার সঙ্গে শূন্যপদ পূরণের দাবি জানাচ্ছি। কারণ নিয়োগক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি, নেতা-মন্ত্রীদের জেল যাত্রা রাজ্যের মাথা হেঁট করে দিচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে সমস্ত চুক্তিভিত্তিক-অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ীপদে নিয়োগ করতে হবে। ধর্মঘটে অংশ

নেবেন পঞ্চায়েতস্তরে VLE, GRS, STP, ব্লকস্তরে DEO (Kanashtree, Rupashree, NRLM, MDM) TA, FJE, JPA, ABLC, পাশ্চশিক্ষক, প্রাণিবন্ধু-প্রাণিমিত্রা, আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, প্যারামেডিক্যাল কর্মীসহ বিভিন্ন স্তরে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাও।

**সরকারের তাচ্ছিল্য মনোভাব ও হাস্যকর যুক্তি**

শুধু মুখ্যমন্ত্রী নান, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও শাসকদলের নেতারা সরকারি কর্মীদের আন্দোলনকে প্রতিদিন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছেন। যিনি কর্পোরেশনে সারা জীবন কর্মীদের ডিএ নিয়ে আন্দোলন করলেন, সেই শোভনবাবু আজ প্রাইওরিটি লিস্ট-এর কথা বলছেন। নেতাজি, চিত্তরঞ্জনর চেয়ারকে কলঙ্কিত করে স্যার্ডো গেঞ্জি পরে নারদার টাকা নেওয়া কলকাতার মেয়ার আন্দোলনকারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে যোগ দিতে বলছেন। নারদার টাকা নিয়ে ধন্যবাদ জানানো আর এক প্রবীণ অধ্যাপক সাংসদ ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে আবার মন্ত্রী মানস ভূঁইঞা বলছেন ‘দিল্লিতে গিয়ে ধর্গা দিতে’। ষিক্কার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে। সরকার বলছে আর্থিক সঙ্কট ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিপুল বকেয়া অর্থের কথা। আসলে দিশেহারা হয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। কারণ আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রত্যেক রাজ্যেরই কম-বেশি দেনা আছে। রাজ্য সরকার যে বকেয়া অর্থের কথা বলছে তা হল বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা যেমন একশো দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জলজীবন মিশন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন জিএসটি-র ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি যা কিনা কখনোই কোনও ডিএ দেওয়া যায় না। প্রতিটি রাজ্যের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা (Political Compulsion) থাকলেও তারা কি করে তাদের কর্মচারীদের ডিএ দিচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গ ডিএ দিচ্ছে ৩ শতাংশ আর অন্যদের দেখুন—

উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, ওড়িশা, নাগাল্যান্ড, তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশ,—৩৮ শতাংশ

হরিয়ানা, দিল্লি, অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অরুণাচল, মহারাষ্ট্র, সিকিম, পাঞ্জাব—৩৪ শতাংশ, ছত্তিসগড় ৩৩ শতাংশ, মেঘালয়— ৩২ শতাংশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ— ৩১ শতাংশ, ত্রিপুরা— ২০ শতাংশ, মিজোরাম, মণিপুর, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক বেতন কাঠামোর ভিত্তিতে আলাদা।

**আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমবর্ধমান**

প্রতিদিনের বঞ্চনার পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ক্রমশ তীর আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে। প্রতিদিন কর্মচারীদের ভয় ভাঙছে। ২০২২ সালের ৩০ আগস্ট ২ ঘণ্টার সফল কর্মবিরতি কর্মচারীদের সাহস যোগায়। আর ২৩ নভেম্বর ২০২২ কলকাতার রাজপথে আছড়ে পড়ে হাজার হাজার সরকারি কর্মচারী, শিক্ষকসহ পেনশনারদের বিধানসভা অভিযান শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে চলে পুলিশের লাঠি, ঘুসি, দাঁত চশমা ভাঙে ৮৬ বছরের পেনশন প্রাপকের। গ্রেপ্তার করা হয় ৪৭ জন সংগ্রামী অকুতোভয় কমরেডকে। পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে পরের দিন ২৪ নভেম্বর ২০২২ রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। তারপর থেকে কলকাতার শহিদ মিনার পাদদেশে যৌথ মঞ্চের লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ ও অনশনের কর্মসূচি সারা রাজ্যের কর্মচারীদের নতুন দিশা দেয়। শুধু প্রতিবাদ নয়, ন্যায় দাবিতে প্রতিরোধ আন্দোলনে কর্মচারীদের সমবেত হবার শক্তি যোগায়। এরই মধ্যে আমাদের সংগঠন যুক্ত কমিটি ও দুই শিক্ষক সংগঠনের ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। অতি সম্প্রতি ২০, ২১ ফেব্রুয়ারি ২ দিনের কর্মবিরতি সারা রাজ্যে সাড়া ফেলেছে। ফলস্বরূপ মেদিনীপুর, নদীয়া, হুগলিসহ বিভিন্ন জেলায় কর্মচারীদের বাধা দেওয়া হয়।

**ধর্মঘট সফল হবেই**

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যতই সার্কুলার জারি করুক আগামী ১০ মার্চ ঐতিহাসিক ধর্মঘট হবে। স্তব্ধ হবে সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত, পৌরসভা সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। কর্মচারীরা ‘ডায়াস-নন’ বা ১ দিনের মাইনে কাটাকে আর ভয় পাচ্ছে না। কারণ কর্মচারীসমাজ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের টাকা আদায় করবেই। সরকার মনে রাখুন এটা ২০১২ নয় ২০২৩ সাল।

## বসন্ত ফেঁসে গেছে

সুদীপ বসু

বসন্তে এই এক যন্ত্রণা! ভোর হতে না হতেই রোজ কানের মাথা খেয়ে তারস্বরে ‘কুউউ কুউউ’ চিৎকার করে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে যাচ্ছে ওরা। সে কি ডাক! সাক্ষাৎ সাউন্ড পলিউশন।

ডিজে বক্সের টুস্পাসেনাও হার মানবে। বসন্ত এসে গেছে জানি। তা বলে আল্লাদে বাকিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করার কী আছে! আমরা সবাই বিরক্ত। কাক, চিল, চড়াই, বসন্ত বোঁরি, শালিক সবাই এখন ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে থাকছে। আর তিনি কোকিল, জীবনে কোনো দায়িত্ব পালন না করা কোকিল, অলস, পরনির্ভরশীল কোকিল দিনরাত চিল্লিয়েই চলেছে। বাকি ঋতু গুলোয় কোথায় থাকিস শুনি!

চক্রান্ত চক্রান্ত.... এ এক গভীর চক্রান্ত।

পাড়বি তো একটা ডিম, তাও আবার অন্যের বাসায়। লজ্জা লাগা দরকার! নিজের ছানাপোনা মানুষ করবে অন্যজনে! বড় হলে সেই ছানাপোনারও খোঁজ রাখিস না। বেহায়া কোথাকার! এমন স্বার্থপর হতচ্ছাড়া পাখি আর দুটো নেই। কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করার বক্কি নিবিনা, আবার বংশ রক্ষার টনটনে ইচ্ছে! সকাল থেকে তাই ডিজে বজ্র চলছে তো চলছেই। বোকা কাক বোঝেও না, এসব আসলে তাকে উত্তপ্ত করার কৌশল। মেজাজ হারিয়ে যেই কোকিলকে তাড়া করতে যাবে, অমনি কোকিলা টুপ করে বাসায় ডিমটি পেড়ে কেটে পড়বে। নে, এবার তা দিয়ে মর!

আমি ভাবি এই প্রলোতারিয়েত কাকগুলো আর কতদিন বোকা হয়ে থাকবে! তোরা কালো দেখেই নাচতে লাগিস! কোকিল চিনিস না! আসলে আমাদের কবি সাহিত্যিক গায়ক গায়িকারা যে কাকের মাথাটি চিবিয়ে বসে আছে। আহা কোকিল, উছ কোকিল....যেন পাখির রাজত্বে কোকিলই মহান। গলার জোরে যেন সব জয় করে বসে আছে। বেচারা কাক দিনরাত ডানার ঘাম পায়ে ফেলে ঝাড়ুদার গিরি করে এলেও সভাতার ইতিহাসে তার জন্য কোনো জায়গা নেই! আর যে কোকিলের জন্য পাতার পর পাতা শব্দ খরচ করা হয়েছে।

কমলাকান্তের দপ্তরে লেখা হয়েছে,....তা ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রান্ধা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জ্বলন্ত আগুনের লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু-উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু-উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো-পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষুে সকলই কু-তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, কু-উঃ। যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, কু-উ-কেন না, তুমি সৌন্দর্য্যশূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত।

পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিনাস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল-তখনই ডাকিয়া বলিও, কু-উঃ। যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, কু-উঃ। যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল

মিষ্কোজ্জ্বল পত্রাশির শোভা আর গাছে ধরে না-পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে-তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ কু-উ। যখন দেখিবে, শুভ্র-মুগী, শুক্লশরীরা, সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রাখর্যের হ্রাস দেখিয়া ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে-স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে,-যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া-আদরেতে আগুসারি-কণ্ঠভরা গুলগুন্ মধু ঢলিয়া দিতেছে-তখন, হে কালামুখ! আবার কু-উঃ বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গনস্থ দাড়ঈশাখায় বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহ পুষ্পরূপিণী কন্যাগণের সেই লতার দোলানি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিফলনিত করিয়া সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা-এ কু-উঃ! ঐটি তোমার জিত-ঐ পঞ্চম-স্বর! নহিলে তোমার ও কু-উ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়-তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে-নহিলে অত কালো চলিত না তোমার চেয়ে হাঁড়িটাঁচা ভাল।

গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্ট্রয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেন্টে স্থান পাইলেন না কেন? এদিকে বোকা কাকগুলো বোঝেও না, উড়তে শিখলে সবকটা কেটে পড়বে। ফিরেও তাকাবে না। আর কোকিল দম্পতি, সেই যে বিশ্রামিত্র-মেনকার স্টাইলে ‘শকুন্তলা’ কে রেখে কেটে পড়ল, আর খোঁজ নেওয়ার বলাই নেই। এমন বজ্জাত পাখি আর দুটো নেই। ভনিতা না করেই বলছি। বারো মাস পাই, তাই কাক কে ই চাই। ওসব কোকিল ফোকিল আমার ধাতে নয় না। কোকিলের কুহৃতানের ফাঁদে যারা পড়বে, তারা বুঝবে দিনের শেষে কোন গাছে কত কাক,আর কটা কোকিল!

এদিকে বোকা কাকগুলো বোঝেও না, উড়তে শিখলে সবকটা কেটে পড়বে। ফিরেও তাকাবে না। আর কোকিল দম্পতি, সেই যে বিশ্রামিত্র-মেনকার স্টাইলে ‘শকুন্তলা’ কে রেখে কেটে পড়ল, আর খোঁজ নেওয়ার বলাই নেই। এমন বজ্জাত পাখি আর দুটো নেই। ভনিতা না করেই বলছি। বারো মাস পাই, তাই কাক কে ই চাই। ওসব কোকিল ফোকিল আমার ধাতে নয় না। কোকিলের কুহৃতানের ফাঁদে যারা পড়বে, তারা বুঝবে দিনের শেষে কোন গাছে কত কাক,আর কটা কোকিল!

স্নাগত বসন্ত, কিন্তু কাক জিন্দাবাদ।

# কৌস্তভকে গ্রেফতার কার্যত সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী

প্রসূন আচার্য

আইন কানুনের কোনও তোয়াক্ক না করে, অগণতান্ত্রিকভাবে, রাতের অন্ধকারে কলকাতার বড়তলা থানার পুলিশ কংগ্রেসের মুখপাত্র আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীর ব্যারাকপূরের বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার করেছে। এই কাজ ঘোরতর অন্যায়া। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির দীর্ঘ দিনের একজন কর্মী হিসেবে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কৌস্তভ যে জামিন পেলেন তাতে বিচার ব্যবস্থার উপরে সাধারণ নাগরিকের আস্থা খানিকটা বাড়ল। সেই সঙ্গে বাংলার পুলিশ প্রশাসনের মুখে ঝামা ঘষে গেল!

আমাদের দেশে রাজতন্ত্র বা রাণীতন্ত্র নেই। ভারতের সংবিধান শাসককে কট্টর ভাষায় সমালোচনার অধিকার দিয়েছে। যা আমাদের আমাদের সংবিধান

প্রদত্ত বাক স্বাধীনতার অঙ্গ।

কিন্তু বাংলায় যা ঘটে চলেছে, বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে ঠিক এই কাজ গত ৮ বছর ধরে হচ্ছে। কয়েক দিন আগেই কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মুখপাত্র পবন খেরাকে এই ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে। কোনও গ্রেফতারি ওয়ারেন্ট দেখানো হয়নি। রায়পুরগামী ইন্ডিগোর বিমানের উড়ান বন্ধ করে তাঁকে নামিয়ে আনা হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। পরে গ্রেফতার করা হয়। তিনি মোদির সঙ্গে আদানির নাম জুড়ে দিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য খেরাকে জামিন দেয়।

যোগীর রাজ্য উত্তরপ্রদেশে বুলডেজার দিয়ে বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার আগে কানপুরের জেলা শাসকের নির্দেশে মা ও কন্যা সমেত ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দুইজনেই পুড়ে মারা যান। এই মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে

ভোজপুরি লোক গায়িকা নেহা সিং রাঠোর গান বাঁধায়, তাঁর দিল্লির বাড়িতে রাতের বেলায় উত্তরপ্রদেশের পুলিশ হানা দেয়। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় একই ধরনের প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বহু তৃণমূল কর্মী এবং নেতা আড়ালে বলছেন কৌস্তভকে গ্রেফতারের কাজটা খুব খারাপ হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। তাহলে হয়ত তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে! ফলে টিডি বিতর্কে অংশ নেওয়া কৌস্তভ (যিনি কংগ্রেসের রায়পুরের প্লেনারি সেশনে আমন্ত্রণ পাননি) কার্যত রাজ্য নেতায় পরিণত হলেন। বিধানসভায় একমাত্র বিধায়ক পাঠানোর পরের দিনই কংগ্রেসও রাজ্য জুড়ে আন্দোলন, মিডিয়ায় প্রচার এবং অস্ত্রি্জেন পেল।

ঘটনার সূত্রপাত মুর্শিদাবাদ

জেলার সাগরদীঘি কেন্দ্রে বামে সমর্থিত কংগ্রেস প্রাধীর কাছে ২২ হাজার ভোটে হারের পরে বিরোধীদের সমালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবনের কথা টেনে আনেন। তিনি অধীর কন্যার আত্মহত্যা এবং গাড়ির চালকের খুনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। বলেন, আমরা অনেক কিছুই জানি। কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসেবে কৌস্তভ পাল্টা একদা মমতা বন্দিত্রী প্রাক্তন আমলা তথা বিধায়ক দীপক ঘোষের বই-এর প্রসঙ্গ তুলে আনেন। যা মমতার উপরে লেখা। বাজারে বেশি কপি পাওয়া না গেলেও বইটি কিন্তু নিষিদ্ধ নয়। দীপক ঘোষের বিরুদ্ধেও আজ অন্দি সেই ভাবে কোনও মামলা করেনি তৃণমূলের কেউ। যদিও সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ

ব্যানার্জি অনেক হুমকি দিয়েছিলেন। ওই বইয়ের কথা কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন। একই সঙ্গে কৌস্তভ ফেসবুকে একটি পোস্ট লেবেন, বইটির সফট কপি কেউ চাইলে তিনি পাঠিয়ে দেবেন। সেই পোস্টের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শুক্রবার মধ্যরাতে পুলিশ অ্যাকশন হল। মুখ্যমন্ত্রীর অফিস বা তাঁর ঘনিষ্ঠ কারও নির্দেশ ছাড়া পুলিশ স্বতঃপ্রগোদিত হয়ে এই কাজ করেছে, ভাবা সম্ভব নয়। যাঁর নির্দেশই হোক, কাজটা যে একদম বুমেরাং হয়ে গিয়েছে কৌস্তভ এর বয়স কম। আইনজীবী হিসেবে তাঁরও উচিত হয়নি, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কাউকে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আক্রমণ করা।

সব শেষে বলি অতীত উদাহরণ নিয়ে আগামী দিনে পদক্ষেপ নিলে ভবিষ্যতে তৃণমূলেরই ভালো। নচেৎ,... ওই যে নজরুলের গান, চির দিন কাহারও সমান নাহি যায়। (প্রতিবেদকের ফেসবুক পোস্ট থেকে সংগৃহীত)



## সেবির কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রঘুরাম রাজন

# আদানি কাণ্ডের তদন্তে গড়িমসি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : ইতিমধ্যে আদনি ইস্যুতে সক্রিয় হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টের সারবত্তা কতটা, খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে পুরো ঘটনায় বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবিকে ২ মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবার একই ইস্যুতে সেবির উপর চাপ বাড়লেন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন। তিনি প্রশ্ন তুললেন, সেবি এখনও কেন আদানি গোষ্ঠীর মরিশাস ডিভিক তহবিলগুলির প্রকৃত মালিকানা খুঁজে বার করতে পারল না?

উল্লেখ্য, আদানিদের শেয়ারে লগ্নি করা মরিশাসের কিছু সংস্থা ভুয়ো বলে অভিযোগ উঠেছিল। হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টেও একই কথা বলা হয়। বিরোধীরা বারবার অভিযোগ এনেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আদানির ঘনিষ্ঠতাই এই শিল্প গোষ্ঠীর উচ্চা উত্থানের কারণ। এই প্রসঙ্গে রাজনের বক্তব্য, বেসরকারি পারিবারিক সংস্থাগুলির ব্যবসায় উসাহ দেওয়া উচিত নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রতিযোগিতা যেন সকলের জন্য সমান থাকে। একটি নির্দিষ্ট শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক কখনই কামা নয়। রাজনের সাফ কথা, এই প্রবণতা

দেশের জন্য ভাল নয়। যদিও নিজের বক্তব্যে আদানির নাম করেননি তিনি। বেসরকারি গোষ্ঠীগুলির উপরে নজরদারির নিয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর বলেন, সংস্থা পরিচালনায় নজরদারি প্রয়োজন নেই। কিন্তু নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। সরকার এবং শিল্পের মধ্যে অস্বচ্ছ যোগাযোগ কমানো নিয়েও সওয়াল করেন রাজন। পক্ষপাত নিয়ে তাঁর আরও মন্তব্য, সমস্ত সংস্থা যেন উপযুক্ত সুযোগ পায়। যোগাযোগ যেন উন্নতির কারণ না হয়ে ওঠে।আদানি ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সেবি যে তদন্ত করছে

সেটা চলবে। তবে অনন্তকাল ধরে তদন্ত চালানো যাবে না। দু’মাসের মধ্যে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছে তারা সেবির তদন্তে কোনওভাবেই নাক গলাবে না। বর্তমানে সেবির যে নিয়ম-কানুন আছে, সেগুলিকে আরও কীভাবে শক্তিশালী এবং কঠোর করা যায়, সে ব্যাপারে দিশা দেখাবে। প্রয়োজন হলে এই কমিটি বিভিন্ন সুপারিশও করতে পারে। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার উপরই জোর দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে আদানি ইস্যুতে ক্রমাগত অস্থিতিতে কেন্দ্র।

### বেঙ্গালুরুতে অবৈধ সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু ১৩ বছরের কিশোরের

বেঙ্গালুরু, ৬ মার্চ : অবৈধভাবে গ্যাস ভরা হচ্ছিল এলপিগিজি সিলিন্ডারে। আর তা করার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। ৫ কেজি ওজনের একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে এসে আঘাত করে ১৩ বছরের ছেলের মাথায়। তাতেই মৃত্যু হল ওই কিশোরের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার সকালে বেঙ্গালুরুর গুড্ডাদাহাল্লি এলাকার গুলবর্গা কলোনিতে। মৃত কিশোরের নাম মহেশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহেশের বাড়ির পাশেই এক প্রতিবেশীর বাড়িতে অবৈধভাবে এলপিগিজি সিলিন্ডারে গ্যাস ভরা হত। ঘটনার সময় একটি বড় সিলিন্ডার থেকে পাঁচ কেজির অন্য একটি ছোট সিলিন্ডারে বেআইনিভাবে গ্যাস ভরা হচ্ছিল। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখছিল মহেশ।

সেই সময় হঠাই বিস্ফোরণ ঘটে। তার তীব্রতায় ৫ কেজি ওজনের সিলিন্ডারটি রীতিমতো উড়ে গিয়ে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়ানো মহেশের মাথায় আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে মহেশ তার বাবা-মার দ্বিতীয় সন্তান। তার বাবা-মা দুজনেই দিনমজুরের কাজ করেন। মহেশ একটি সরকারি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া ছিল।

এদিন দুর্ঘটনার পরেই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় দৃষ্ণুতীরা। পুলিশ গিয়ে পৌঁছে সেখান থেকে ৪টি সিলিন্ডার এবং গ্যাস ভরার যন্ত্রপাতি উদ্ধার করেছে। অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

## আর এস এস এর নতুন তত্ত্ব রামায়ণ, গীতা শেখানো হবে গর্ভস্থ শিশুদের

### এবার দলীয় মুখপত্রে তীব্র আক্রমণ উদ্ধব শিবিরের

### নির্বাচন কমিশন যেন সুপারি কিলার

মুম্বাই, ৬ মার্চ : সম্প্রতি শিব সেনার মালিকানা ও নির্বাচনী প্রতীক বিদ্রোহী শিবির একনাথ শিন্ডেদের বরাদ্দ করেছিল নির্বাচন কমিশন। তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। তারপর থেকেই ক্রমাগত নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগে চলেছে উদ্ধব ঠাকুর শিবির। এবার দলের মুখপত্র সামনা'য় তীব্র আক্রমণ করে কমিশনকে সরাসরি সুপারি কিলার, মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপ ইত্যাদি বলে মন্তব্য করা হয়েছে। শনিবার সামনা'য় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে উদ্ধব শিবির বলেছে, তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের সুপারি কিলার-এর মতো আচরণ করছে নির্বাচন কমিশন। তাই সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে কমিটি গঠনের যে রায় দিয়েছে, তা দেশের

গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ, শাসকের পায়ের কাছে মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপের মতো আত্মসমর্পণ করেছে নির্বাচন কমিশন। নিবন্ধে বলা হয়েছে, পরিষদীয় দলের ৪০ জন বিধায়ক বিশ্বাসঘাতকতা করে ছেড়ে চলে গিয়েছে। শুধু সে কারণেই গোটা শিব সেনা এবং দলের তির-ধনুক প্রতীক বেইমানদের বুলিতে দিয়ে দেওয়া চরম অনায়া। দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা নির্বোধ। তারা রাজনৈতিক প্রভুদের সুপারি কিলারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়েই সমস্ত কিছু স্পষ্ট। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। সরকার বিতর্কিত ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগ করে

যাতে তাদের দিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করানো যায়। একই সঙ্গে মহারাষ্ট্রে সাম্প্রতিক বিধানসভা উপনির্বাচনে পূনের কসবা পেঠ আসনে বিজেপির হারের প্রসঙ্গও তোলা হয়েছে।

বলা হয়েছে, কসবা-টিচড উপনির্বাচনে কী দেখা গেল? মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে থাকা উপমুখ্যমন্ত্রী, গোটা মন্ত্রিসভা ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। গোটা সরকারি প্রশাসন, অর্থ, লোকবল ব্যবহার করা হয়েছে। পুলিশকে কাজে লাগিয়ে টাকা বিলি করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন চোখ বুজে ছিল। কারণ, তারা সকলেই সরকারি কর্মী। এই আবহে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত দেশের স্বার্থ রক্ষায় ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

# মুসলিম পরিচয়েই রুখে দাঁড়াতে চান রানা আয়ুব

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : সাংবাদিকের দৌড় কত দূর? কেন তাঁকে অ্যাস্তিভিস্ট বা গণ আন্দোলনের শরিক হতে হবে? অথবা এক জন নিরপেক্ষ সাংবাদিকের ক্ষেত্রে কেন ছায়া ফেলবে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতি বা ধর্মপরিচয়? আজকের লেখিকার ভারতের পটভূমিতে এই প্রশ্নগুলিই কাটাছঁড়ো করছিলেন দেশের প্রথম সারির সাংবাদিকদের এক জন, রানা আয়ুব। টুইটারে এক শ্রেণির কাছে অন্যতম ঘৃণ্য সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত রানা রবিবার স্পষ্ট বলেন, আমাকে যাঁরা নিশানা করছেন, তাঁরা তো ভালো না যে, আমি একটি মেয়ে এবং মুসলিম, তা হলে আমি তা মনে

রাখলে দোষ কী! একটি বিশ্বাত উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়ে দেশে-বিদেশে পরিচিত এই সাংবাদিক বলেন, আমি মুসলিম হিসেবে আক্রান্ত, মুসলিম হয়েই প্রতিরোধ করব। এটাই স্বাভাবিক। গুজরাত ফাইলস : অ্যানাটমি অব আ কন্ডার আপ' বইয়ের লেখিকার একটি অনুষ্ঠানে শহরে আসার কথা ছিল। অস্ত্রোপচারের জন্য আসতে পারেননি। নিপীড়িতের জগবান্ধ বলে একটি মঞ্চের ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরে ৩০ মিনিটের ভিডিয়ো বার্তা পাঠিয়েছেন রানা। মুম্বাইয়ে তাঁর ছোটবেলার দেশ, বাবর ধ্বংসের আবহে ক্রমশ সব পাস্টে যাওয়া থেকে শুরু করে আজকের ভারত, নবি মুম্বইয়ে



ভিডিয়ো-বক্তৃতায় রানা আয়ুব। ফটো : সংগৃহীত।

সাম্প্রতিকতম ভিন্ ধর্মে বিয়েবিরোধী এবং মুসলিমবিরোধী একটি মিছিল নিয়ে কথা বলছিলেন তিনি। রানা বলেন, ফ্যাসিবাদের সব কিছু আমি

হয়তো বুঝি না। কিন্তু দেশে এই ঘৃণা, মানুষকে পৃথকীকরণ এবং তকমা দেওয়া, সাংবাদিকের কঠরোধ- এগুলি অবশ্যই ফ্যাসিবাদ। ৬৮ বছরের রানা টুইটারে আক্রান্ত তো হয়েইছেন, তাঁর ভুয়ো নগ্ন ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রানার জীবন ও নিরাপত্তা নিয়ে সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন (রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার) আশঙ্কা প্রকাশ করে ভারত সরকারকে বার্তা পাঠিয়েছে। রানা বলেন, সারা দুনিয়ায় ঘুরে নিজের দেশে যখন শুনি আমি মুসলিম বলে এ মাটি আমার নয়, তখন ছোটবেলার বিভীষিকাময় স্মৃতি ৯২-৯৩ সালের মুম্বাই, স্বচক্ষে দেখা ২০০২-এর গুজরাতের ত্রাণ

শিবিরের স্মৃতি আমাকে ধাক্কা দেয়। জানুয়ারিতে আমেরিকা থেকে ফেরার পরেও দেখি, ২০০৯-এ গোয়া বিস্ফোরণে সনাতন সংস্থা বলে একটি মঞ্চের ভূমিকা নিয়ে আমার স্টোরির জন্য কী-সব মামলার ডাক পড়েছে। তাতে আমি মুসলিম বলে নানা অভিযোগ।

এ সবের পরে স্টোরি লিখতে বসে আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মনে হয় এটা লিখলে আবার কী হেনস্থা শুরু হবে। ক্লান্ত লাগে। ভাবি, ঢের ভাল হতো যদি আমিও বিশ্রামের জীবন পেতাম! পরক্ষণেই ইতিহাসের দায়টাও মনে পড়ে। রানা মনে করেন, সমাজমাধ্যমে এখন তাঁর নিজস্ব

প্রভাব তৈরি হয়েছে বলেও অন্যের প্রতি অন্যা্য হলে বা দলিত সাংবাদিক আক্রান্ত হলে, তাঁদের পাশে থাকাটাও কর্তব্য। নারীর ব্যক্তিগত চাহিদাকে মর্যাদা দেন। তাই একই সঙ্গে ইরানের হিজাব-বিরোধী মেয়েরা এবং ভারতে হিজাব পরতে চাওয়া মেয়েদের সমর্থনের কথা বলেছেন রানা।

সেই সঙ্গে তাঁর উপলব্ধি, আমার মতো সম্পন্ন মুসলিম পরিবারের মেয়ের সঙ্গে যদি এমনটা ঘটে, তবে আরও বঞ্চিতদের সঙ্গে কী ঘটছে ভাবলে শিউরে উঠছি।

রানার বলার পরে এ দিন চেতনা'র মেক্সিস্টো নাটকটি দেখানো হয়।

# শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা ও সাহিত্য ব্যবহার বিষয়ে জাতীয় সম্মেলন

তুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাপুর : বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এন এস এইচ এম তাদের দুর্গাপুর ক্যাম্পাসে শিক্ষা বিষয়ক একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ইমার্জিং ট্রেন্ডস ইন ইউজিং ল্যান্ডম্যেজ এন্ড লিটারেচার ইন দা মিলিনিয়াল ক্লাসরুম টু ফর্সটার ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন শীর্ষক আলোচনা ছিল এই সম্মেলনের মুখ্য বিষয়। সংস্থার দুর্গাপুর ক্যাম্পাসের সেমিনার হলে গত তিন ও চার মার্চের জাতীয় সম্মেলনে রিসার্চ স্কলার ফ্যাকাল্টি মেম্বার সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুশো জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অফ লাইন এবং অনলাইনের মাধ্যমে আলোচনায় যোগদান প্রতিনিধিরা। শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল বিভাগের এডিজি সঞ্জয় সিংহ। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুধির কুমার নিলাকান্তম। এন এস এইচ এম -এর ডিরেক্টর ডাক্তার অলোক সসঙ্গী। জাতীয় সম্মেলনের আহবায়ক প্রফেসর ডক্টর সৌজন্য পুডি প্রধান সিএলসি ডাক্তার কৃষ্ণেন্দু সরকার ডিরেক্টর লাইফ স্কিলস স্কুল সহ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদগণ। দ্বিতীয় দিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। সঞ্জয় সিং তার উদ্বোধনী বক্তব্যে এই ধরনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করেন আয়োজক সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। কর্মজীবনের সাফল্যের জন্য ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের গুরুত্ব বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। এই ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন সুধীর নিলাকান্তম। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার দুর্গাপুরে এই জাতীয় সম্মেলন আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে যোগাযোগই জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই এই বিষয়ে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ই এফ এল ইউ হায়দ্রাবাদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। এন এস এইচ এম এর ডিরেক্টর ডক্টর সৎসঙ্গী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন দুদিনের জাতীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় একশ দুই জন তাদের মূল্যবান গবেষণালব্ধ পেপার পাঠিয়েছিলেন।

সম্মেলনে এন আই টির পক্ষে অরিন্দম মোদক সৌতম ব্যানার্জি সান্তনু ব্যানার্জি অভীক মুখার্জি সান্তনু নিয়োগের মত বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিত থেকে

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডক্টর সৌজন্য পুডি বলেন এন এস এইচ এম এ ভাষা ও যোগাযোগের কেন্দ্রটি এখানকার ছাত্রদের ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এই প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থানের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। এন এস এইচ এম এর ডিরেক্টর ডক্টর সৎসঙ্গী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন দুদিনের জাতীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় একশ দুই জন তাদের মূল্যবান গবেষণালব্ধ পেপার পাঠিয়েছিলেন। আয়োজক কমিটির তরফে সেখান থেকে ৬২টি গবেষণা পত্র মনোনীত

করা হয়েছে। তিনি জানান সহস্রাবদের শ্রেণিকক্ষকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন সাহিত্য এবং আইসিটি টুল ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

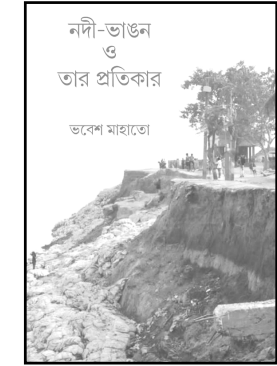
এই অনুষ্ঠান থেকে এন এস এইচ এম জার্নাল অফ কমিউনিকেশন প্রকাশ করার কথা তিনি জানান। পরিশেষে সম্মেলনে প্রাপ্ত একশো দুটি গবেষণা লব্ধ পেপার থেকে সেরা গুলিকে নির্বাচিত করে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এই জাতীয় সম্মেলন শিক্ষা সহ সমগ্র কর্মজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করলে।

#### গঙ্গা ভাঙনে সব হরানোর কলমে

### ‘কথারূপ’ নদী সিরিজ

সংবাদদাতা : নদিয়ার শান্তিপুুরে গঙ্গার পাড়ে বসবাস করেন ভগ্নেশ মাহাভো। বয়স পঁচাত্তর ছুঁই ছুঁই। গঙ্গার ভাঙনে সর্বস্ব হারানো মানুষ। প্রথাগত শিক্ষা নেই বললেই হয়। পেশায় প্রায় দিনমজুর। গণসংগীত রচয়িতা, সুরকার ও শিল্পী। প্রগতি লেখক সত্ত্ব্য নদিয়া জেলার সংগঠক। স্বপ্ন আছে। সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্ন। নদীর প্রতি সব হারালো ও নদীর গতি কোনো বিদেহ নেই। বরং নদী তাঁর কাছে মা, প্রেয়সী অথবা কন্যা। বিশ্বাস করেন তিনি, নদীকে শাপন করতে নেই, বরং উচ্ছ্বাসে বইয়ে দিতে হয়। যেখানে ভাঙন, সেখানেই ছুটে যান। তারপর এক সৃষ্টিশীল বিকল্প পথ তৈরি করে যেতেছেন নদী-ভাঙন প্রতিরোধের। ছোট্ট আয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। সফল সে পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার আয়োজন কীভাবে



সম্ভব, তা লিখেছেন ছোট্ট পুস্তিকা। প্রগতি লেখক সত্ত্ব্য শান্তিপূুর শাখা, ‘তক্ষ্মশীলা’ এবং শান্তিপূুর সাহিত্য পরিষদের সহযোগিতায় আগামী ৭ মার্চ প্রকাশিত হচ্ছে সেই পুস্তিকা। আটচল্লিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা। ‘কথারূপ’ নদী সিরিজ-১। শুধু পড়া নয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনার অনুরোধ জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

#### মণি স্যানাল স্মৃতি রক্ষায় চিত্রশিল্প কর্মশালার পথ চলা শুরু



মণি স্যানাল স্মৃতি রক্ষা কমিটি উদ্যোগে চিত্রকলা কর্মশাা। ফটো : নিজস্ব

সংবাদদাতা : মণি স্যানাল স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে প্রাক্তন ডেপুটি মেম্বর কমরেড মণি স্যানালের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা বছর বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই উপলক্ষে রবিবার আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে চিত্রশিল্প কর্মশালার পথ চলা শুরু হলো। প্রতি মাসের একটা রবিবার এই কর্মশালা হবে। এলাকার অনেক বাচ্চা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলো। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী সন্তোষ দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৭৪এবং ৮২ ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি অজয় সেনগুপ্ত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি চেতলা শাখার সম্পাদক কমরেড রতন সরকার ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন মণি স্যানাল স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদিকা শ্রীমতী পারমিতা দাশগুপ্ত, ডি এন সি -এর অন্যতম কর্ণধার শ্রীমতী এগাম্কা কুণ্ডু প্রমুখ। এই কর্মশালা ঘিরে এলাকার সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

# জেলায় জেলায়

# নেই জলের কল, বেহাল রাস্তা ভোট বয়কটের ডাক জলপাইগুড়িতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির হাতে ধরেই বেহাল রাস্তা। সেই সঙ্গে পানীয় জলের সমস্যা। আর এই পাড়ার এই রাস্তা বেহাল। যার দুই সমস্যায় জর্জরিত জলপাইগুড়ি বেলাকোবার বসাক পাড়ার স্থানীয় বাসিন্দারা। তাই বেহাল এই রাস্তায় সমস্যা চরমে সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে বর্ষাকালে। কারণ এলাকাবাসী। তাদের অভিযোগ

রাস্তার সমস্যার পাশাপাশি এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যাও চরমে। কারণ, এলাকায় পর্যাপ্ত জলের কল নেই। শিকারপুর অঞ্চলের তরফে এলাকায় একটি সোলার পানীয় জলের কল বসানো হলেও সেই কলের জল পানের উপযোগী নয় বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ।

বর্তমানে সেই জল দিয়ে কাপড় কাচা কিংবা স্নান ছাড়া আর কোনও কিছুতেই সেই জল ব্যবহার করা যায় না বলে এলাকাবাসিরা জানান। তাই খাওয়ার জন্য পানীয় জল হয় কিনে আনতে হয়। না হয় বটতলার টাইম কল থেকে নিয়ে

আসতে হয়। রাস্তা এবং জল এই দুই সমস্যাই ভুগতে হচ্ছে এলাকার প্রায় শতাধিক পরিবারকে। তাই এবার সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভোট দেবেন না বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন।

এই ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য অবশ্য জলের এবং রাস্তার সমস্যার কথা স্বীকার করে নেন। পিঠি বাঁচাতে তার সাফাই, আমি বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্য বলে আমার বুখ বঞ্চিত। রাস্তা এবং জলের সমস্যা নিয়ে আমি অঞ্চলে অনেকবার জানিয়েছি তা সত্ত্বেও কোনও উদ্যোগ নেয় না এরা।

## পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বোমা–বারুদের স্তূপে বীরভূম

সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত ভোটের আগে বোমা–বারুদের স্তূপে পরিনত হয়েছে বীরভূম। খয়রাশালের বড়রা গ্রাম থেকে অস্ত্র–সমেত কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করেছে কাঁকড়তলা থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পাইপগান ও এক রাউন্ড গুলি। পুলিশ সূত্রে খবর, শেখ ইসমাইল নামে ওই দুষ্কৃতি ২০১৯–এ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে ফেরার ছিল। গতকাল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খয়রাশালে অভিযান চালিয়ে বাড়ি থেকেই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

শুক্রবারও বীরভূম থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। ওইদিন সাঁইথিয়া থেকে শতাধিক বোমা উদ্ধার করা হয়েছিল। উদ্ধার হয়েছিল চারটি আগ্নেয়াস্ত্রও। সাঁইথিয়া থানার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশ অভিযান চালায় কালভার্ট, পরিত্যক্ত বাড়ি ও পুকুরের পাড় থেকে পাঁচটি ড্রাম ভর্তি প্রায় শতাধিক বোমা উদ্ধার করে। ২ কেজি বোমার মশলাও উদ্ধার করে পুলিশ। এর পাশপাশি, সাঁইথিয়ার বাতাসপুর স্টেশনের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ একজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তার কাছ থেকে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৬ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে দুটি মাসকেট এবং দুটি ওয়ান শটার। ওইদিনই, সদাইপুরেও উদ্ধার হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ। সদাইপুরেই এক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। ২ জনকেই গ্রেফতার করেছে সদাইপুর থানার পুলিশ।

## চামড়ার কারখানায় বিশ্ববংসী আগুন

সংবাদদাতা : তিলজলা রোডে চামড়ার কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। রাত ১২টা নাগাদ তিলজলা রোডের পাঞ্জাবি পাড়ায় ওই কারখানা থেকে গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত আগুনের গ্রাসে চলে যায় গোটা কারখানা। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান।

পরে দমকলের ৩টি ইঞ্জিনের যত্নাদেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

এছাড়াও, বনগাঁর দেবগড় নেড়াপুকুর বটতলা এলাকায় দোকানে আগুন লাগে রবিবার। লক্ষাধিক টাকা ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে এই ঘটনায়। মাঝরাতে আগুনের শিখা দেখতে পান স্থানীয়

বাসিন্দারা। দ্রুত আগুনের গ্রাসে চলে যায় গোটা দোকান।

আশেপাশে আরও দোকান ও রেল কলোনি থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে যান বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠা। পরে দমকলের ২টি ইঞ্জিনের যত্নাদুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

### ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু সাইকেল আরোহীর

## ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা : শনিবার করে বিক্ষোভে সামিল হন। শেষরাতে ডাম্পারের ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু ঘিরে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির ধবনী এলাকায় তুলকালাম। সকালে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ঘটাদুয়েক বিক্ষোভ দেখান মৃতের আত্মীয় ও গ্রামবাসীরা। ডাম্পারের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হল বাঁকুড়ায়। সেই ঘটনা ঘিরে ভোর থেকে উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার ধবনী এলাকায়। মৃত সাইকেল আরোহীর নাম শ্যামাপদ মাজি। ঘটনার পরই উত্তেজিত এলাকাবাসী ক্ষতিপূরণের দাবিতে রবিবার ভোর থেকেই ধবনী মোড়ে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ

অবরোধের জেরে ব্যস্ততম ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গঙ্গাজলঘাটি থানার ধবনী গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ছোট মাছ ব্যবসায়ী শ্যামাপদ মাজি। অন্যান্য দিনের মতোই আজ সকালে নিজের সাইকেল নিয়ে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দুর্লভপুরে মাছ আনতে যাচ্ছিলেন। ঘটকগ্রামের কাছাকাছি মেজিয়া থেকে দুর্লভপুরগামী একটি ডাম্পার তাকে পিষন থেকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার

অবৈধভাবে পুকুর

ভরাটের বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়ালেন গ্রামবাসীরা

সংবাদদাতা : হাওড়ার দক্ষিণ সাঁকরাইলের খাঁ পাড়াতে শতাব্দী প্রাচীন একটি পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা রুখে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় মানুষেরা জানান, পুকুরগুলি তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন এই পুকুরগুলির জল নানান কাজে ব্যবহার করা হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল এই পুকুরগুলিতে পড়ে বলে এলাকা জলমগ্ন হয় না। কিন্তু পুকুর ভরাট হয়ে গেলে গোটা এলাকা বর্ষাকালে ভেসে যাবে বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ।

তাঁদের অভিযোগ, আইনের তোয়াক্কা না করে একটি বেসরকারি সংস্থা এলাকার বেশ কয়েকটি শতাব্দী প্রাচীন পুকুর ভরাট করার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য খাঁ পাড়ার বেশ কিছু পুকুর একটি বেসরকারি সংস্থার মালিকানাধীনে আছে। কয়েক বছর আগে এমনই একটি পুরনো পুকুর ভরাট করে কারখানা তৈরি করার অভিযোগ আছে ওই সংস্থার বিরুদ্ধে।

### ঝলসে মৃত্যু খাঁচাবন্দি কুকুর-বিড়ালের

সংবাদদাতা : নাকতলার আবাসনে আগুন। ঝলসে মৃত্যু হল খাঁচাবন্দি বেশ কয়েকটি কুকুর ও বিড়ালের। শনিবার রাত ১টা নাগাদ আবাসনের একতলার ফ্ল্যাটে আগুন লাগে।

আবাসিকদের দাবি, ফাঁকা ফ্ল্যাটে খাঁচাবন্দি কয়েকটি কুকুর ও বিড়াল থাকত। এক ব্যক্তি রোজ এসে তাদের খেতে দিতেন। আবাসিকদের সন্দেহ, দুর্গন্ধের কারণে ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় ধূপকাঠি জ্বালাতেন ওই ব্যক্তি। সেই ধূপকাঠি থেকেই আগুন লাগে বলে অনুমান আবাসিকদের। অবলা জীবগুলির মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন আবাসনের বাসিন্দারা।

# নিজের তৈরি ভেষজ আবিরে হোলি উৎসবে মাতলো চাকদা রামলাল অ্যাকাডেমির ছাত্র–ছাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া : আবি্রি বিভিন্ন রকম এলার্জি ও রাসায়নিক নয়, নিজের তৈরি ভেষজ আবিরে সোমবার হোলি উৎসবে মাতলো চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমীর ছাত্র–ছাত্রীরা। শুধুই অ্যাকাডেমি নয়, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রশিক্ষকরা, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তরে স্কুলে ভেষজ আবি্রি কি করে তৈরি করতে হয় তার হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। সম্প্রতি এমনই একটি ওয়ার্কশপ হয়ে গেল রামলাল অ্যাকাডেমিহে।

এনএসএস–এর পালং শাকের রস থেকে সবুজ আবি্রি, তাছাড়া শিউলি ফুলের

চর্মরোগের কারণ হয়। হোলি খেলার পর বহু মানুষ এই উপদ্রবের শিকার হন। তাই রাজ্যে ভেষজ আবি্রির চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরাও ভেষজ আবি্রি তৈরির ব্যাপারে উৎসাহিত করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কুহেলি সেনগুপ্ত জানান গোলাপি আবি্রি পেতে কেমিক্যাল ফ্রি বিটের রস ব্যবহার করা হচ্ছে, হলুদ আবি্রি পেতে কাঁচা হলুদ তার সঙ্গে নিম পাতার রস ব্যবহার করা হচ্ছে,

পালং শাকের রস থেকে সবুজ আবি্রি, তাছাড়া শিউলি ফুলের

বোট, পলাশ ফুল ব্যবহার করা হচ্ছে হলুদ আবি্রি তৈরিতে। এছাড়া মাধাম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সবস্টোন পাউডার। চড়া রোদে শুকিয়ে তার উজ্জ্বলতা আনা হচ্ছে। অনেকেই এরাক্ট ব্যবহার করছে মাধাম হিসেবে। কিন্তু তা ব্যবসায়িকভাবে সফলতা আনতে তেমন সফল হচ্ছে না।

রামলাল অ্যাকাডেমীর ছাত্র–ছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের হাতে কলমের প্রশিক্ষণে চার রং–এর ভেষজ আবি্রি নিয়ে সোমবার নেমে পড়ল বসন্ত উৎসবে। এবার তাদের প্রাক বসন্ত উৎসব জমে উঠেছিল ঝুকিমুক্ত ভেষজ আবিরে।

## বিরিয়ানির প্যাকেট নিয়ে শাসকদলের দুই পক্ষের মারামারিতে আহত কয়েকজন

সংবাদদাতা : জেলা তৃণমুলের সংখ্যালঘু সেলের সভা ছিল রবিবার। পূর্ব বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। সভা শেষ হওয়ার পর টিফিনের প্যাকেট নিয়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় শাসকদলের কর্মীদের। সেই ঘটনায় কয়েকজন আহত হন। এমনকি, পদপিষ্ট হওয়ারও উপক্রম হয় কয়েকজনের। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে দলকে সাংগঠনিকভাবে চাঙ্গা করতেই হড়েছাড়ির মধ্যে অনেকেই আহত সংখ্যালঘু সেল। জেলার নানা

প্রান্ত থেকে বহু কর্মী ওই সভায় আসেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে আসেন জয়প্রকাশ মজুমদার, মমতাজ সঙ্ঘমিতা এবং উজ্জ্বল প্রামাণিকের মতো নেতারা। তৃণমূল সূত্রে খবর, সভা চলাকালীনই খাবারের গাড়ি চলে আসার খবর ছড়িয়ে পড়ে। এর পরেই শ’য়ে শ’য়ে কর্মী খাবারের গাড়ির দিকে ছুটে যান। যার জেরে হলধূলকাণ্ড বাধে সভাস্থলে। খাবারের প্যাকেট নিতে গিয়ে হড়েছাড়ির মধ্যে অনেকেই আহত হন। কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে কিছু

খাবার নষ্টও হয়। খাবার না পেয়ে অনেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের দাবি, কেউ কেউ ৭–৮টি প্যাকেট নিয়ে পালিয়েছেন। খাবার তো পরের কথা, জল পর্যন্ত পায়নি। নিজেকে জখম দাবি করে এক কর্মী জানান, খাবার চাওয়ায় তাঁকে মারধর করা হয়েছে। যদিও দলীয় কর্মীদের মধ্যে মারামারির কথা মানতে চাননি দলের জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শেখ আসরাফুদ্দিন। তিনি বলেন, ‘তিন হাজার কর্মী এসেছে। একটু উনিশ–বিশ হতেই পারে।

# বাঁকুড়ায় মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে ভাঙচুর, সহকারী প্রধান শিক্ষককে খুনের হুমকি

সংবাদকর্মী : বাঁকুড়ার একটি মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে পরীক্ষার্থীরা ভাঙুর এবং সহকারী প্রধান শিক্ষককে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এবার বিষ্ণুপুর শহরের কে এম হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল বিষ্ণুপুর মিশন হাইস্কুল। পরীক্ষা শেষ হতেই বিষ্ণুপুর মিশন হাইস্কুলে ভাঙচুর চালায় পরীক্ষার্থীরা। খবর দেওয়া হয় কে এম হাইস্কুল কর্তৃপক্ষকে। ঘটনায় ওই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুপুর মিশন হাইস্কুলে ছুটে যান।

শুক্রবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে অশান্তি ছড়ায়। পরীক্ষাকেন্দ্রে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠে পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। সহকারী প্রধান শিক্ষক আটকাতে গেলে পরীক্ষার্থীরা তাঁকে মারধর করার পাশাপাশি খুনের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরে। আরও অভিযোগ, পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও ফোনে সহকারী প্রধান শিক্ষককে হুমকি দিয়েছেন। এই ঘটনার জেরে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সহকারী প্রধান শিক্ষক। ঘটনায় তিনি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে

রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

রাতে সহকারী প্রধান শিক্ষকের বাড়ির সামনে একদল পরীক্ষার্থী গিয়ে অকথা ভাষায় গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সহকারী প্রধান শিক্ষক। শেষে তিনি থানায় অভিযোগ জানান। যদিও ভাঙচুরের ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে পরীক্ষার্থীরা। তারা পালটা সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে পুরনো শত্রুতা থাকার অভিযোগ তুলেছেন। তাদের বক্তব্য, পুরনো শত্রুতার জেরে ওই শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ডের ছবি তুলে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া গার্লস হাইস্কুলে অশান্তি ছড়ায়। অভিযোগ, এই স্কুলে সোনাপুরহাট মহাশ্বাগাঙ্গী হাই স্কুলের পড়ু্যাদের পরীক্ষার সিট পড়েছিল। পরীক্ষা শেষে স্কুলের কয়েকটি চেয়ার, বেঞ্চ, শৌচালয়ের দরজা, বেসিন, কমোড ও পানীয় জলের নল পরীক্ষার্থীরা ভাঙচুর করে। পরীক্ষাকেন্দ্রে কড়া নজরদারি চালানোর জন্যই হাঙাল কর্মী এসেছে। ভাঙচুর চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ।

## মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবার মিলনমেলা ও বেতার ভূবন পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান



ফজল–এ–এলাহী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ : রেডিওর প্রচার ও প্রসারকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার রেডিও প্রেমিকদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা সদর বহরমপুর কালেক্টরেট

ক্লাবে আয়োজিত হল বেতার শ্রোতা মিলনমেলা–২০২৩ ও বেতার ভূবন পত্রিকা–২০২৩ প্রকাশ অনুষ্ঠান। আয়োজনে মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবার। উপস্থিত ছিলেন আকাশবাণী

মুর্শিদাবাদ–এর পরিচালকমণ্ডলি ও মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবার পরিচালন কমিটির সদস্যবৃন্দ সহ আরো অনেকে। যেমন কবি, সাংবাদিক, লেখক, সমাজসেবী ও বেতার শ্রোতাবৃন্দ।



# পাকিস্তানে জোট সরকারে ভাঙনের সুর

ইসলামাবাদ, ৬ মার্চ : ডেঙে যেতে পারে পাকিস্তানের জোট সরকার। জোটসঙ্গী পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) চেয়ারম্যান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলওয়াল ভুট্টো জারদারি এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সিদ্ধু প্রদেশের বন্যাদুর্গতদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করা না হলে তাঁর দলের পক্ষে জোট সরকারে থাকা খুবই কঠিন হয়ে যাবে। করাচিতে গতকাল রবিবার গমবীজে ভুক্তি প্রদান প্রকল্পের উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে বিলওয়াল ভুট্টো কেন্দ্রীয় জোট সরকার নিয়ে এ মন্তব্য করেন। এ সময় বিলওয়াল ভুট্টো পাকিস্তানের ডিজিটাল আদমশুমারির অনুশীলন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, একটি প্রদেশে ভিন্ন আদমশুমারি থেকে পাওয়া ভোটারদের তথ্যের ভিত্তিতে ভোট হবে, অন্যান্য প্রদেশে ক্রটিপূর্ণ ডিজিটাল আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে ভোট হেব-এটা গ্রহণযোগ্য নয়। পাকিস্তানের সিদ্ধু প্রদেশে

পিপিপির সরকার রয়েছে। গত বছরের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রাদেশিক সরকার। তাই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির পূরণ পিপিপির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বিলওয়াল ভুট্টো বলেন, আমরা বিষয়টি (বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা দেওয়া) পার্লামেন্টে তুলব। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। তা না হলে পিপিপির পক্ষে জোট

সরকারে থাকা খুবই কঠিন হয়ে যাবে। পার্লামেন্টে বিরোধী জোটের আনা অনাস্থা প্রস্তাবে হেরে গত বছরের ৯ এপ্রিল বিদায় নেয় ইমরান খানের পিটিআই সরকার। ১১ এপ্রিল পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) সভাপতি শাহবাজ শরিফ। ১৯ এপ্রিল তিনি ৩৩ সদস্যের মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেন। এই সরকারের অন্যতম জোটসঙ্গী পিপিপি।

## পাকিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৯ পুলিশ নিহত

ইসলামাবাদ, ৬ মার্চ : পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আজ সোমবার পুলিশের গাড়িতে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়েছে। এতে প্রাণ গেছে ওই গাড়িতে থাকা ৯ পুলিশ সদস্যের। পাকিস্তান পুলিশের মুখপাত্র মেহমুদ খান নোতিজাই সংবাদমাধ্যমকে জানান, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সিব্বি শহরে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। শহরটি বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটা থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। মেহমুদ খান আরও বলেন, হামলার সময় আত্মঘাতী হামলাকারী মোটরসাইকেল চালিয়ে পুলিশের গাড়ির পাশে চলে আসেন। এরপর বোমার বিস্ফোরণ ঘটান। স্থানীয় হাসপাতাল সূত্রের খবর, এই হামলায় অন্তত সাত পুলিশ আহত হয়েছেন।

পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। তবে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ এই হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি। বেলুচিস্তান পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি প্রদেশ।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই প্রদেশের অধিবাসীরা স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার। কয়েক দশক ধরে তাঁরা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

# ভারতসহ ৬ দেশের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করছে রাশিয়া

মস্কো, ৬ মার্চ : ভারত, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ ছয়টি দেশের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করছে মস্কো। রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভগেনি ইভানভকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা তাস এ তথ্য জানিয়েছে। ইভানভ বলেন এ বিষয়ে ভারত ছাড়াও অ্যাস্টোলা, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, সিরিয়া এবং ফিলিপাইনের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে। এর আগে ইভানভ বলেন, সৌদি আরব, বার্বাডোস, হাইতি, জাম্বিয়া, কুয়েত, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো ও ব্রিনাদাদসহ ১১টি দেশের সঙ্গে ভিসা-ফ্রি ভ্রমণের বিষয়ে আন্তঃসরকারি চুক্তিরও প্রস্তুতি নিচ্ছে রাশিয়া। এক বছর আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ

মাত্রায় আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে বহু মানুষ প্রাণ হারায়। লাখ লাখ ইউক্রেনীয় বাধ্যতৃত হয়। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে চিন, ভারত, ও আফ্রিকার দেশগুলোর দিকে ঝুঁকছে মস্কো। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সব ধরনের সম্পর্ক ভালো করার উপায় খুঁজছে তারা। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা জানানো ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও চিন ও ভারত তা থেকে বিরত থেকেছে। আগ্রাসনের শুরুর দিকে ভারত নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখে। পরে রাশিয়া থেকে ঝালানি তেল আমদানিতে রেকর্ড করেছে

ভারত। গত মাসে রাশিয়া থেকে দৈনিক ১৬ লাখ ব্যারেল তেল আমদানি করে দেশটি, যা ইরাক ও সৌদি আরব থেকে যৌথভাবে আমদানি করা তেলের চেয়েও বেশি।এনার্জি কার্গো ট্রাকার ভোরটেক্স এর তথ্য বলেছে, ভারতে জুড় অয়েল রপ্তানি ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে রাশিয়া। রুশ এই তেল পেট্রল ও ডিজলে রূপান্তর করা হয়। টানা পঞ্চম মাসের মতো ভারত তাদের আমদানির এক-তৃতীয়াংশ তেল রাশিয়া থেকে আমদানি করেছে। অন্যান্য দেশের চেয়ে কম দামে রাশিয়া থেকে তেল কিনছে ভারত। পশ্চিমীদের চাপ থাকা সত্ত্বেও ভারত নিজেদের অবস্থানে অন। রয়েছে।

# আর্মেনিয়া–আজারবাইজান সীমান্তে সংঘর্ষে নিহত ৫

ইয়েরেভান বাকু, ৬ মার্চ : নাগর্নো–কারাবাখ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আর্মেনিয়া বলেছে, সংঘর্ষে তাদের তিন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে আজারবাইজান বলেছে, তাদের দুই সেনা নিহত হয়েছেন।

আজারবাইজানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সীমান্ত অঞ্চলে তারা আর্মেনিয়ার একটি গাড়ি ধাওয়া করে। কারণ, তাদের সন্দেহ ছিল, ওই গাািতে বেআইনিভাবে অস্ত্র পাচার করা হচ্ছে। গাড়িটি থেকে আজারবাইজানের সেনার ওপর গুলি করা হয়। আজারবাইজানও তার জবাব দেয়। আর্মেনিয়া বলছে, সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে তাদের পাসপোর্ট কর্মকর্তাদের একটি গাড়ি যাচ্ছিল। আজারবাইজানের সেনা বিনা প্ররোচনায় তাঁদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে। কর্মকর্তারাও পাল্টা গুলি চালান। নাগর্নো–কারাবাখ নিয়ে দুই দেশের


 নাগর্নো–কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। ফটো : ডয়চে ভেল

লাইয়ের ইতিহাস দীর্ঘ। ২০২০ সালে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। যদিও আর্মেনিয়ার বক্তব্য, তাদের হাত থেকে কার্যত নাগর্নো–কারাবাখ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে দেশের ভেতরে বিক্ষোভও হয়েছে। নাগর্নো–কারাবাখে মূলত আর্মেনিয়ার অধিবাসীদের বসবাস। এখানো সেখানে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার

আর্মেনীয় মানুষ থাকে। তাদের সঙ্গে আর্মেনিয়ার মূল ভূখণ্ডের যোগসূত্র লাচিন করিডর। আর্মেনিয়ার অভিযোগ, নেআইনি কয়লাখনি সেখানে, এই অভিযোগে, সেখানে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করছেন বেশ কিছু পরিবেশ কর্মী। ওই পরিবেশ কর্মীদের আজারবাইজান পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ। কিছুদিন ধরেই লাচিন করিডরের অবরোধ নিয়ে উত্তাপ বাড়ছিল। এবার সরাসরি গুলির লড়াই হলো। এলাকায় এখনো যথেষ্ট উত্তাপ আছে।

## ট্রেন দুর্ঘটনায় ক্ষমা চাইলেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী, বললেন দায় আমার



দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিসোটাকিস (মাঝে) ও সদ্য পদত্যাগ করা পরিবহনমন্ত্রী কোস্টাস কারামানলিস (বাঁয়ে)

**এথেস, ৬ মার্চ** : ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ৫৭ জনের পরিবারের সদস্যদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিসোটাকিস। রবিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক বার্তায় কিরিয়াকোস আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করা ওই বার্তায় গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি প্রত্যেকের কাছে দায়বদ্ধ। তবে বিশেষ করে যারা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন, তাঁদের স্বজনদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ওই বার্তায় কিরিয়াকোস মিসোটাকিস আরও লেখেন, ২০২৩ সালের গ্রিসে দুটি ভিন্ন গন্তব্যের ট্রেন একই লাইন দিয়ে চলাচল করতে পারে না। এত বড় একটি বিষয়

কেউ খেয়াল করল না। স্থানীয় সময় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে গ্রিসের লারিসা শহরের কাছে যাত্রীবাহী একটি ট্রেনের সঙ্গে মালবাহী একটি ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। এতে ৫৭ জন নিহত হন। আহত হন আরও অন্তত ৬৬ জন।লারিসা শহরের কর্তৃপক্ষ জানায়, যাত্রীবাহী ট্রেনটি গ্রিসের রাজধানী এথেস থেকে উত্তরাঞ্চলীয় শহর থেসালোনিকি যাচ্ছিল। আর মালবাহী ট্রেনটি থেসালোনিকি থেকে লারিসা যাচ্ছিল। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, যাত্রীবাহী ট্রেনটিতে প্রায় ৩৫০ জন আরোহী ছিলেন। দুর্ঘটনার পর প্রায় ২৫০ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়। এ দুর্ঘটনার পর গ্রিসের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। সৃষ্ট তদন্ত ও দোষী

# যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজে পাখির আঘাত, কিউবায় জরুরি অবতরণ

হাভানা, ৬ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ রোববার কিউবার রাজধানী হাভানায় জরুরি অবতরণ করেছে। উড়োজাহাজটির গন্তব্য ছিল কিউবার হাভানা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেল। কিউবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হাভানা থেকে উড়োজাহাজটি উড্ডয়নের পরই পাখির আঘাতের শিকার হয়। এতে উড়োজাহাজটির ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা যায়। এ অবস্থায় উড়োজাহাজটি জরুরি অবতরণের জন্য হাভানায় ফিরে আসে। সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনস ও কিউবার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে,



সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ ।

 ফটো : সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনসের ফেসবুক থেকে নেওয়া

উড়োজাহাজটির কেবিনে ঘোঁয়া ঢুকে পড়েছিল। তবে এ ঘটনায় কেউ আহত হননি। বার্তা সংস্থা

এএফপিকে দেওয়া এক বিবৃতিতে সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনস জানিয়েছে, বোয়িং ৭৩৭

ফ্লাইটটিতে ১৪৭ জন যাত্রী ছিলেন। আর ক্রু ছিলেন ছয়জন। বিমানবন্দর থেকে আকাশে ওড়ার

(টেক-অফ) কিছুক্ষণ পরই উড়োজাহাজটির একটি ইঞ্জিন ও ডগায় পাখি আঘাত করে বলে জানায় সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনস। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পাখি আঘাত হানার পর উড়োজাহাজটিকে নিরাপদে হাভানায় ফিরিয়ে আনেন পাইলটরা। কেবিনে ঘোঁয়া ঢুকে যাওয়ায় জরুরি অবতরণের পর উড়োজাহাজ থেকে যাত্রীদের নামিয়ে নেওয়া হয় যাত্রীদের আরেকটি ফ্লাইটে ফোর্ট লডারডেলে পাঠানো হবে বলে জানায় সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনস। কিউবার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ঘটনায় একটি তদন্ত শুরু হয়েছে।

# মিসরের গ্রেট পিরামিডে গোপন করিডরের সন্ধান

কায়রো, ৩ মার্চ : মিসরের সাড়ে চার হাজার বছরের পুরোনো গ্রেট পিরামিড অব গিজার প্রবেশপথের কাছে একটি গোপন করিডরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই করিডরে দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট (৯ মিটার)। মিসরের প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকর্তারা গতকাল বৃহস্পতিবার এমন তথ্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আশা, এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে আরও তথ্য পাওয়া যেতে পারে। গ্রেট পিরামিড অব গিজা হলো প্রাচীন বিশ্বের সবশেষ সপ্তাশ্চর্য, এটি এখনো টিকে আছে। মিসরের পুরাকীর্তি বিষয়ক পর্যটন মন্ত্রণালয়ের স্ক্যান পিরামিডস প্রকল্পের গবেষকেরা সেখানে করিডরটির সন্ধান পেয়েছেন।



করিডরটি ৩০ ফুট (৯ মিটার) দীর্ঘ।

 ফটো : টুইটার থেকে সংগৃহীত

২০১৫ সাল থেকে প্রকল্পটির কাজ চলছে। এই প্রকল্পে ইনফ্রারেড থামোগ্রাফি, প্রিডি সিমুলেশনস এবং প্রযুক্তি এন্ডোসকোপের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রিষ্টপূর্ব

২৫৬০ সালের দিকে ফারাও খুফুর শাসনকালে স্মারক সমাধি হিসেবে পিরামিডটি নির্মিত হয়েছে। এই পিরামিড ১৪৬ মিটার উঁচু। ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে আইফেল টাওয়ার

নির্মিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু অবকাঠামো। ধারণা করা হচ্ছে, পিরামিডটির ভর বহনের জন্য অসমাপ্ত এই করিডর নির্মাণ করা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা প্রথমে রাডার

# চতুর্থ টেস্টে নেই, এক দিনের সিরিজেও অনিশ্চিত কামিন্স!

মেলবোর্ন, ৬ মার্চ : দিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্টের পরে পারিবারিক কারণে অস্ট্রেলিয়া ফিরে গিয়েছিলেন প্যাট কামিন্স। তিনি না থাকায় ইন্দওরে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্টিভ স্মিথ। তাঁর নেতৃত্বে ভারতকে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আমদাবাদে চতুর্থ টেস্টেও পাওয়া যাবে না কামিন্সকে। টেস্টের পরে এক দিনের সিরিজেও তাঁকে পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, কামিন্সের ভারতে ফেরার সম্ভাবনা এখন নেই। সুতরাং চতুর্থ টেস্টে স্মিথই দায়িত্ব সামলাবেন। একটি বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, চতুর্থ টেস্টেও কামিন্সকে পাচ্ছে না দল। স্মিথই অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের



দায়িত্ব সামলাবেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, টেস্ট সিরিজের পরে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজেও কামিন্সকে পাওয়া যাবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। টেস্টের পরে অস্ট্রেলিয়ার এক দিনের দলেরও অধিনায়ক হয়েছেন তিনি। কামিন্সকে পাওয়ার সম্ভাবনা

কম, এ কথা জানিয়ে দিলেও এখনই এক দিনের সিরিজের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেনি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তবে দেখে মনে হচ্ছে, টেস্টের মতো এক দিনের সিরিজেও অভিজ্ঞ স্মিথকেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। ভারতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে স্মিথের। দলের প্রাক্তন অধিনায়ক

তিনি। তাই তাঁর উপরেই হয়তো ভরসা রাখছে দল।

অবশ্য নতুন করে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হওয়ার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই বলে জানিয়েছেন স্মিথ। ইন্দওরে ভারতকে হারানোর পরে সাংবাদিক বৈঠকে স্মিথ বলেছেন, আমার অধিনায়কত্বের সময় শেষ। এটা কামিন্সের দল। আমার আর অধিনায়ক হওয়ার ইচ্ছা নেই। ভারতে কেন তাঁর উপরে দল ভরসা করেছে তার কারণও জানিয়েছেন স্মিথ। তাঁর কথায়, ভারতে দীর্ঘ দিন খেলার ও নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি এখানকার পরিস্থিতি ভাল বুঝি। সেই কারণেই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অনেক দিন পরে অধিনায়কত্ব করে ভাল লাগল।

## যৌন হেনস্থা নিয়ে বিস্ফোরক কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : দিনের পর দিন কুস্তিগিরদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করা হয়েছে। স্ক্রীলতাহানি, এমনকী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন মহিলা কুস্তিগিররা। অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন কুস্তি ফেডারেশনের কর্মকর্তা, কোচ, এমনকী প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিংও। প্রতিবাদ করতে গিয়ে কেরিয়ার নিয়ে সংশয়ে ভুগতে হচ্ছে ভিনেশ ফোগাটের মতো তারকারের। কমনওয়েলথের সোনাজম্বী তারকার দাবি, এর জন্য তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ তুলে নেওয়ার হুমকিও পেয়েছেন।

রবিবার শহরে ট্রেনস্কেজার্সের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভিনেশ রীতিমতো বোমা ফাটান। বলে দেন, তাঁরা যে স্ক্রীলতাহানি, ধর্ষণের অভিযোগ তুলেছিলেন, তার প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। আর এখানেই ভিনেশের প্রশ্ন, প্রমাণের জন্য সেই দৃশ্যের কি আবার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে বলব? যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁকে বলব, কীভাবে ঘটনা ঘটেছিল, তা দেখাতে? প্রসঙ্গত, ফেডারেশন কর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে জানুয়ারি মাসে যন্ত্রের মন্তরের সামনে ধরনায় বসেছিলেন দেশের প্রথম সারির কুস্তিগিররা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভিনেশ। তিনবারের কমনওয়েলথ সোনাজম্বী বলে দেন, আসলে এমন ঘটনা তো ভিডিও রেকর্ড করে রাখা সম্ভব হয় না। অথচ ফেডারেশন প্রমাণ চায়। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাকে তো বলা হয় না, তুমি নির্দোষ, তার প্রমাণ দাও। মহিলাদেরই উলটে প্রমাণ করতে বলা হয় তাদের অভিযোগ সঠিক কি না। এখানেই থার্মেনি তিনি। বলেন, প্রতিবাদ করার জন্য খুনের হুমকিও পেয়েছেন। যদিও তাতে ভীত নন ভিনেশ। তাঁর বক্তব্য, কুস্তি আমাদের মতো অ্যাথলিটদের অনেক কিছু দিয়েছে। অনেক খ্যাতি, স্বীকৃতি পেয়েছি। মানুষের ভালবাসা পেয়েছি। তাই কুস্তির জন্য যদি প্রাণ যায়, যাক।

## অজি নির্বাচকদের একহাত নিলেন গাভাসকর

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : দায়িত্ববোধ যদি থাকে, তাহলে এখনই পদত্যাগ করুন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকরা। ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকরের



খোঁচা। ভারতে পা রাখার পর থেকেই খারাপ সময় চলছে অস্ট্রেলিয়ার। চোট আঘাতে জর্জরিত দল। দেশে ফিরে গিয়েছেন বেশ কয়েকজন। তার উপরে প্রথম দুটো টেস্ট হেরে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ইন্দোরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেস্টে অবশ্য অজিরা জিতে ব্যবধান কমিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার সমালোচনা করেছেন স্টিভ স্মিথদের।

১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য গাভাসকর জোশ হাজলউড, মিচেল স্টার্ক, ক্যামেরন গ্রিনদের উদাহরণ তুলে ধরে বলছেন, প্রাক্তন

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রিকেটারদের সমালোচনা করেছেন কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকদের কাঁধগাড়া তোলা উচিত। চোটের জন্য হাজলউড সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। মিচেল স্টার্কও চোটের জন্য প্রথম দুটো টেস্ট ম্যাচে নামতে পারেননি। তৃতীয় টেস্টে স্টার্ক খেলেন। এখানেই প্রশ্ন তুলেছেন গাভাসকর। তাঁর বক্তব্য, হাজলউড, স্টার্ক, গ্রিনের চোট

রয়েছে জেনেও কেন দলে রাখা হল। গাভাসকর আরও বলছেন, প্রথম দুটো টেস্টে নির্বাচিত হবে না জেনেও কেন তিনজন ক্রিকেটারকে নেওয়া হল? ম্যাথু কুহেনম্যানের মতো প্লেয়ার থাকতেও কেন তাঁকে দলে নেওয়া হল, প্রশ্ন তুলেছেন গাভাসকর। তিনি আরও বলেছেন, যদি বিস্পদমাত্র দায়িত্ববোধ থাকে, তাহলে নির্বাচকদেরই পদত্যাগ করা উচিত।

## রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে গুজরাতের থেকে জয় ছিনিয়ে নিল ইউপি

মুম্বাই, ৬ মার্চ : উইমেল প্রিমিয়ার লিগে প্রথম জয়ের খুব কাছে ছিল গুজরাত জায়ান্টস। শেষ ওভারে উত্তরপ্রদেশের প্রয়োজন ছিল ১৯ রান। কিন্তু তা-ও ম্যাচ জেতা হল না স্নেহ রানা, হারলিন দেওলদের। শেষ ওভারের প্রতি বলে নাটকের শেষে গুজরাতকে হারিয়ে মেয়েদের আইপিএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই জয় পেল ইউপি ওয়ারির্স। প্রথমে ব্যাট করে গুজরাত তোলে ১৬৯ রান। সেই রান তাড়া করতে নেমে শেষ ওভারে উত্তরপ্রদেশের প্রয়োজন ছিল ১৯ রান। শেষ ওভারের প্রথম বলটাতেই ছক্কা হাঁকান গ্রেস হ্যারিস। ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন দলকে। ৫ বলে ১৩ বাকি থাকা অবস্থায় ওয়াইড বল করেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি গুজরাতের অধিনায়ক স্নেহ রানা। রিভিউ চান তিনি। কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ায়রও জানিয়ে দেন যে বলটি ওয়াইড ছিল। মেয়েদের আইপিএলে নতুন নিয়ম এই ওয়াইড এবং নো হলে রিভিউ নেওয়ার সুযোগ।

পরের বলটি ইয়র্কার করতে গিয়ে লো ফুলটস করেন সাদারল্যান্ড। ডিপ মিডউইকেটের দিকে মারেন গ্রেস। রান নিতে গিয়ে হাত থেকে ব্যাট পড়ে যায় নন স্ট্রাইকার সোফি একলেস্টনের। রান আউটের সহজ সুযোগ ছিল। কিন্তু বাউন্ডারি থেকে আসা বল ধরতেই পারলেন সাদারল্যান্ড। সহজেই ক্রিকে পৌঁছে যান একলেস্টন। পরের বলটিতে চার মারেন গ্রেস। বোলারের পাশ দিয়েই বল সোজা বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে দেন তিনি। প্রথম তিন বলেই ১৩ রান উঠে যায়। এমন অবস্থায় আবার একটি বলে রিভিউ চাওয়া হয়। সাদারল্যান্ডের করা বলে ওয়াইড দেননি আম্পায়ায়র। রিভিউ চান গ্রেস। তৃতীয় আম্পায়ায়র জানান বলটি ওয়াইড ছিল। আরও একটি রান পেয়ে যান গ্রেসরা।

## আর্জেন্টিনায় ফিরতে চাইছেন না মেসি!

প্যারিস, ৬ মার্চ : আর্জেন্টিনায় ফিরতে চাইছেন না লিওনেল মেসি! কয়েক দিন আগে রোসারিয়োয় স্ট্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোর দোকানে দৃষ্ণতী হামলায় কি ভয় পেয়ে গিয়েছেন তিনি? মেসির প্রাক্তন সতীর্থ জানিয়েছেন, এই হামলা মোটেই হাস্য ভাবে নেওয়ার বিষয় নয়। তাই মেসি যথেষ্ট স্তিত্তাভাবনা করে তার পরে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেননি।

মেসির ছোটবেলার ক্লাব নিউওয়েল ওল্ড বয়েজের কোচ গ্যাব্রিয়েল হেইঞ্জ এ কথা জানিয়েছেন। ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনার জাতীয় দলে মেসির সতীর্থ ছিলেন তিনি। হেইঞ্জ বলেছেন, এই হামলা মোটেই হাস্য ভাবে নেওয়ার বিষয় নয়। লিমেয়া চিন্তায় রয়েছেন। ও কবে দেশে ফিরবে সেটা এখনও ঠিক করেনি। এই পরিস্থিতিতে ফেরা সহজ নয়। হেইঞ্জ আরও বলেছেন, মেসির পরিবারের উপর এই হামলা হয়েছে বলে হয়তো কথা বলেছেন, কেবল ব্লাস্টার্স কি এ রোসারিয়োয় মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত দৃষ্ণতীরা আরও অনেক ফুটবলারের পরিবারের উপর হামলা করেছে। তারা তো ফিরতেও পারছে না।



গত বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা দু'জন দৃষ্ণতীকে মোটারবাইকে চেপে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন। দৃষ্ণতীরা আন্তোনেল্লার দোকানে গুলি চালানোর পর পালিয়ে যাওয়ার আগে মেসির জন্য একটি চিঠি রেখে যায়। তাতে লেখা ছিল, মেসি, তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। জার্কিন (রোসারিয়োর মেয়র পাভেলো জার্কিন) একজন মাদকচক্রী। ও তোমায় বাঁচাতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে জার্কিন বলেছেন, এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। মেসির উপর আক্রমণের

ঘটনার খবরের থেকে আর কিছু দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ঠিক সেটাই হয়েছে। আমি আন্তোনেল্লার সঙ্গে কথা বলেছি। এই ঘটনায় গুঁরা অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন। তিনি আরও বলেছেন, শহরে হিংসার ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। হিংসা নিয়ন্ত্রণে আনতে শহরে আরও পুলিশ নিয়োগের দরকার রয়েছে। আন্তোনেল্লার দোকানে মোট ১৪ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল দৃষ্ণতীরা। দোকানটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লাউদিয়ো ব্রিলোনি বলেছেন, কারা হামলা চালাতে পারে, সে ব্যাপারে সুপার মার্কেট

কর্তৃপক্ষের কোনও ধারণা নেই। ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার দু'টি প্রীতি ম্যাচের আগে এমন ঘটনায় উদ্ভিগ্ন প্রশাসন। আগামী ২৩ মার্চ পানামা এবং ২৮ মার্চ কুরাকাওয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে আর্জেন্টিনার। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রথম বার মাঠে নামার কথা আর্জেন্টিনার। প্রথম ম্যাচটি হবে বুয়েনোস আইরেসে। দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে সান্তিয়াগো দেল এস্টোরো প্রদেশে। দেশের হয়ে এই দু'টি ম্যাচে মেসির খেলা যদিও নিশ্চিত নয়। মেসির দেশে ফেরা বড় প্রশ্নের মুখে।

## ৯০ মিটার মাইলস্টোন ছুঁতে চান নীরজ

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : টোকিও অলিম্পিকে ৮৭.৫৮ মিটার। ডায়মন্ড লিগে ৮৯.৯৪ মিটার। কিন্তু ৯০ মিটারের মাইলস্টোন ছোঁয়ার স্বপ্ন এখনও পূরণ হয়নি নীরজ চোপড়ার। তাই বারবার একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সোনার ভিলেটকে। তাঁর জ্যাভলিন কবে ৯০ মিটারের দূরত্ব স্পর্শ করবে! এবার সমালোচকদের তারই উত্তর দিলেন আত্মবিশ্বাসী তারকা।

শহর কলকাতায় রবিবার রেভ স্পোর্টসের এক অনুষ্ঠানে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতীয়ালি উপস্থিত ছিলেন টোকিও অলিম্পিকে সোনাজম্বী নীরজ। সেখানেই আরও একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় সেই একই প্রশ্ন। নীরজের ৯০ মিটারের মাইলফলক স্পর্শ দেখতে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে অনুরাগীদের? নীরজ বলে দেন, এবার ৯০ মিটার নিয়ে সব প্রশ্ন শেষ করে দেব। অর্থাৎ আসন্ন টুর্নামেন্টের জন্য তিনি যে ৯০ মিটার দূরত্বকেই পাখির চোখ করেছেন, সে কথাই স্পষ্ট করে



দিলেন।

আপাতত বিদেশে পুরোদমে ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত তিনি। নীরজের কথায়, প্রস্তুতি সঠিক ভাবে না হলে কোনওকিছুতেই মন বসে না তাঁর। বাড়ি গিয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালেও মাথায় যোরে ট্রেনিংয়ের কথাই। নীরজের সাফল্যের চাবিকাঠি হয়তো তাঁর এই একাগ্রতাতেই লুকিয়ে। সাফল্যের শিখরে ডানা মেলে উড়লেও পা দুটো মাটিতে রাখতেই ভালবাসেন তিনি। তাই এখনও

জয়ের খিঁচ এটুকু করেনি।

২০০৮ অলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন ভারতীয় তারকা শুটার অভিনব বিন্দ্রা। সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছিলেন। একটা সময় যেন ভেবে পেতেন না, এরপর কী তাঁর লক্ষ্য! ভারতীয় হিসেবে দ্বিতীয় তারকা হিসেবে ব্যক্তিগত ইভেন্টে দেশকে সোনা এনে দেন নীরজ। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য স্থিরা। প্রথমত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্যাভলিন

থ্রোয়ের দূরত্বকে আরও বাড়াতে চান তিনি। ৯০ মিটার, ৯৫ মিটার— এভাবেই এগোতে চান। আর দ্বিতীয়ত, একটি সোনা নয়, মাইকেল ফেল্‌ক্স, উসেন বোন্টের মতো অলিম্পিকের মঞ্চ থেকে ভারতকে আরও সোনা এনে দেওয়াই লক্ষ্য তাঁর। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের জন্য তাই প্রস্তুতিতে কোনও ঘাটতি রাখতে চাইছেন না নীরজ। আর তাঁর এই আত্মবিশ্বাসীই অনুরাগীদের প্রত্যাশা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

## গোল বিতর্কে

## সুনীলের কুশপুতুল! বিক্ষোভ চলছেই কেরালা সমর্থকদের

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : আইএসএলের প্লে-অফে সুনীল ছেত্রীর ক্রিকিক থেকে করা গোল নিয়ে বিতর্ক এখনও থামেনি। কেরালা ব্লাস্টার্স সমর্থকরা সেই গোল মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। তাঁদের নিশানায় সুনীল। ভারত অধিনায়কের কুশপুতুল পুড়িয়েছেন তাঁরা।

নেটমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ছড়িয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বেঙ্গালুরু এফসির জার্সি পরা সুনীলের কুশপুতুল পোড়াচ্ছেন কয়েক জন কেরালা ব্লাস্টার্স সমর্থক। কুশপুতুল পোড়ার সময় নাচতেও দেখা যায় তাঁদের। কেরালার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, জোর করে তাঁদের হারানো হয়েছে। সুনীলের ক্রিকিক কোনও ভাবেই বৈধ নয়। শুক্রবার কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হওয়ার পর খেলা গরুয় অতিরিক্ত সময়। ৯৭ মিনিটে বক্সের বাইরে সুনীলকে কেরালার এক ফুটবলার ফাউল করায় ক্রিকিক দেন রেফারি। বিতর্ক হয় ক্রিকিক থেকে



সুনীল শট নেওয়ার পর। কেরালার গোলরক্ষক, ফুটবলাররা প্রস্তুত হওয়ার আগেই শট মারেন সুনীল। রেফারিও গোল দেন। কেরালার ফুটবলারদের অভিযোগ, রেফারি বাঁশি বাজানোর আগেই সুনীল শট নিয়েছেন। তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। তাই গোল বাতিল করতে হবে। কিন্তু তাঁদের আবেদনে কর্ণপাত করেননি রেফারি।

রেফারি তাঁদের যুক্তি খারিজ করে

গোলের সিদ্ধান্তে অটল থাকায় ওয়াক ওভার দেয় কেরালা। সার্বিয়ান কোচ ইভান ভুকোমানভিচের নির্দেশে মাঠ ছাড়েন কেরালা ফুটবলাররা। রেফারির সিদ্ধান্তে কেরালা শিবির ক্ষুব্ধ হলেও বিস্মিত বেঙ্গালুরু এফসি শিবির। ম্যাচের পর সুনীল বলেন, ‘২২ বছরের ফুটবলজীবনে এমন ঘটনা কখনও দেখিনি। আমি সব সময় রেফারির সিদ্ধান্ত মেনে চলেছি। ওটা একটা তিক্ত এবং মিষ্টি মুহূর্ত

ছিল। আমরা সেমিফাইনালে উঠতে পারায় আমি খুশি। কেরালার দল তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি বেঙ্গালুরু এফসির মালিক পার্থ জিন্দাল। তিনি টুইট করে বলেছেন, কেবল ব্লাস্টার্স কি এ ভাবেই ভারতীয় ফুটবলকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে? এ ভাবেই কি হাজার হাজার সমর্থক কেরালা দল ও তাদের কোচকে মনে রাখবে? এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা।